লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭০ বর্ষ ■ ১৬তম সংখ্যা

১৭ ফাল্গুন, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ ■ ২১ সফর, ১৪২৯ হিজরি

২৯ তবলিগ, ১৩৮৭ হি: শা: ■ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ ঈসাব্দ

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর'আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয়

মুসলেহ্ মাওউদ দিবস

উনিশ শতকের শেষার্ধে সমগ্র বিশ্বে মুসলমানরা যখন সব দিক দিয়ে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত, আর্থ সামাজিক দিক দিয়েও একেবারে কোণঠাসা বিশেষ করে বৃটিশ রাজত্ব সমগ্র বিশ্বকে ছেয়ে ফেলেছে আর ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ রাজত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে ইসলাম ধর্ম বিনাশ করতে দাজ্জালী তৎপরতা চরম ভাবে আঘাত হানছে সেই সময়ে মহানবী (সা.) এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ ধারায় অভিষিক্ত হয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) **সর্বকালের জীবন্ত ধর্ম ইসলাম আর মহানবী (সা.) সর্ব যুগের জন্য যিন্দা রসূল আর পবিত্র কুরআন কেয়ামতকাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার প্রাণ সঞ্চারী একমাত্র কিতাব** এরই প্রামাণ্য দলিল জগতের বুকে চ্যালেঞ্জরূপে ছুড়ে দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**। ১৮৮২ সাল থেকে অদ্যাবধি তা ইসলামের বিজয়তিলক ধারণ করে আছে।

ইসলামের একান্ত সেবক এই মহাবীরের সেই ঘোষণা ধর্ম জগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ক্রমান্বয়ে তাঁর এই চ্যালেঞ্জ ভারতীয় উপমহাদেশের গন্ডি পেরিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকাকেও আন্দোলিত করে। এতে তাঁর স্বদেশ ভূমির পরমেশ্বরবাদীরা তাঁর কাছে তাঁর এই দাবীর সত্যতায় এক ঐশী নিদর্শন প্রকাশের আহ্বান জানায়। ইসলামের স্বপক্ষে মহানবী (সা.) এর সত্যতা প্রকাশের অনুপ্রেরণায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এই পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী মহান আল্লাহ্ তাআলার সমীপে উজ্জ্বল এক নিদর্শন যাচনা করেন। তাঁর সেই আকুতি পরম করণাময়ের কৃপা এমন ভাবে আকর্ষিত করে যে আল্লাহ্ তাআলা প্রতাপান্বিত এক পুত্র সন্তান দানের প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেন, আর তাঁর সেই পুত্র হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (১৮৮৯-১৯৬৫) যিনি অর্ধ শতাধিক বছর ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের দ্বিতীয় খেলাফত কাল জুড়ে জামাআতের তথা উপমহাদেশের সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলাম প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। স্বল্প পরিসরে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার সুযোগ নেই, তবে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তাঁর গৃহীত তাহরীকে জাদীদের কর্মসূচী হালনাগাদ যে সফলতা লাভ করেছে তার সংক্ষিপ্ত এক পরিসংখ্যান নিম্নে উদ্ধৃত করছি – সকল মহাদেশ জুড়ে ১৯১ টি দেশে জামাআতে আহমদীয়ার বিস্তার ঘটেছে। শুধু মাত্র এক বছরে ৩০০ টি মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। গত বছর ৩৩ টি দেশে মোবাল্লেগ প্রেরিত হয়েছে যার অন্যতম একটি হচ্ছে ত্রিত্ববাদের দেশ হাঙ্গেরী। নতুন জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৬৫৩ আর ৬৩১ টি এলাকায় আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে, মিশন হাউজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮৬৯, কুরআন করীমের অনুবাদ ছাপা হয়েছে ৬৪ টি ভাষায়।

২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৪
• হাদীস শরীফ	৫
• অমৃতবাণী	৬
• জুমুআর খুতবা ঃ তিনিই সে মসীহ্ ও মাহদী যার এ যুগে পুরো বিশ্বকে এক ধর্মে (ইসলাম) সমবেত করার কথা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)	৭-১৪
• কুরআন মজীদের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য নাজির আহমদ ভূইয়া	১৫-১৯
• আহমদীয়তের পক্ষে ঐশী সাহায্যের দৃশ্যাবলী ঃ অনুবাদ ঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২০-২৪
• কেবল মাত্র একটি দলই নাজাত প্রাপ্ত প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান সিরাজী	২৫-২৬
• বর্তমান বিশ্বে আহমদীরাই সৌভাগ্যশালী ডা. শেখ হেলাল উদ্দিন	২৭-২৮
• আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি মাহমুদ আহমদ সুমন	২৯-৩০
• কীর্তিমানের জীবন কথা– মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩১-৩৬
• স্থানীয় জলসার প্রতিবেদন	৩৭-৩৯
• সংবাদ ঃ	৪০-৪১
• সুস্থ্য থাকুন ঃ	৪২

প্রচ্ছদ : সম্মুখ প্রচ্ছদ চট্টগ্রাম জলসা, শেষ প্রচ্ছদ তারুয়া জলসা

তাঁর গৃহীত এই একটি কর্মসূচীর সফলতা তাঁর মুসলেহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) হওয়ার এক অকাট্য দলিল যদিও তাঁর সফলতার আরও অগণিত নিদর্শন বিদ্যমান। অর্ধশতাধিক অসাধারণ গুণাবলীর বৈশিষ্টে সুষমামন্ডিত তাঁর মহান জীবনের নানাদিক তুলে ধরতে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত ২০ ফেব্রুয়ারী **'মুসলেহ্ মাওউদ দিবস'** উদযাপন করে থাকে। এ বছরও সারা বিশ্বের আহমদীরা এই ঐশী নিদর্শনের পূর্ণতা লাভের কারণে শুকরিয়া আদায় করে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এই দিবসটি উদযাপন করেছে। তবে শুধু মাত্র একটি দিবস উদযাপনের মাধ্যমেই মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ঐশী নিদর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে না এবং তা ঘটে নাইও। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খলীফা নির্বাচন পদ্ধতি'-র ধারায় মহান আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের খেলাফত ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করেছেন। আগামী ২৭ মে ২০০৮ খেলাফতে আহমদীয়ার শতবর্ষ পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এ জন্য আমরা আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মহান আল্লাহ্র দরবারে। কেননা খেলাফত নির্বাচনের সেই ধারাবাহিকতায় আমরা বর্তমানে মহান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর কল্যাণমন্ডিত ছায়ায় দিনাতিপাত করার সৌভাগ্য লাভ করছি।

মহান আল্লাহ্ তাআলা সেই মহান খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা আরো বুলন্দ করুন এবং খেলাফতের এই ঐশী নেয়ামতের ছায়ায় থেকে আমরা যেন আমাদের দায়িত্বাবলী সঠিক ভাবে পালন করতে পারি আল্লাহ্ তাআলা সেই তৌফিক আমাদের দান করুন।

কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। আর নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে এক অতি উত্তম আবাসস্থল দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে পবিত্র রিয্ক দান করেছিলাম। আর তারা তাদের কাছে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরই কেবল মতভেদ করেছিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে তাদের মাঝে সে বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব আমরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তুমি এ সম্পর্কে সন্দেহে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা তোমার পূর্বের (ঐশী) কিতাব পাঠ করে। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমার কাছে সত্য এসেছে। অতএব তুমি কখনও সন্দেহপোষণকারীদের একজন হয়ো না।[১২৮৭]

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬। আর যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তুমি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। অন্যথা তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের (একজন বলে) গণ্য হবে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (শাস্তির) সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়েছে তারা ঈমান আনবে না।

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

৯৮। (এমন কি) তাদের কাছে সব রকম নিদর্শন এসে গেলেও (তারা ঈমান আনবে না) যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখতে না পাবে।

১২৮৭। এ সম্বোধন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নয়, বরং কুরআনের প্রত্যেক পাঠকের প্রতি; এ কারণে 'আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি' এ শব্দগুলোও তাঁকে সম্বোধন করা বুঝায় না, কারণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে (কুরআন) সকল মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে (২ ঃ ১৩৭; ২১ ঃ ১১)। ঠিক পরবর্তী আয়াতও এ মতের সমর্থন করে, কারণ আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনসমূহের 'প্রত্যাখ্যানকারীদের মাঝে নবী করীম (সা.) গণ্য হতে পারেন না।

হাদীস শরীফ

কোমলতা

কুরআন ঃ

"এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরম রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি সদয়চিত্ত হয়েছ। যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোরচিত্তের হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার চারপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ত" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬০)।

হাদীস ঃ

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে আকরাম (সা.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা দয়ালু-কোমল আর তিনি কোমলতাকে পসন্দ করেন (সর্বসম্মত)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তাআলা এ জগতে যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ও উৎকর্ষতা চান তার ভিত্তি হলো কোমলতার উপরে। খোদা তাআলা বলেন, মানুষের অপরাধ এতো বেশী যে তাদের পাপের শাস্তির ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিলে তাদের ধ্বংস করে ফেলতাম; কিন্তু আমার রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে রেখেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তাআলা, বলছেন, তোমার দ্বারা যে অসাধ্য সাধন হয়েছে এর মূল হলো তোমার নম্রতা, যার উৎস আমার রহমত। তোমার নম্রতাই এই হিংস্র জীবের ন্যায় কঠোর ও নৃশংস মানুষগুলিকে কোমল মানুষে পরিণত করতে পেরেছে।

হযরত নবী করীম (সা.) বলেন, হে প্রিয়গণ! শুনো, খোদা তাআলা কোমল ও কোমলতাকে পসন্দ করেন । তোমাদের জীবনে কোমলতাকে প্রাধান্য দান করো তাহলে তোমরা খোদার প্রিয় হতে পারবে। তোমাদের কোমলতাই তোমাদেরকে খোদার নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দিবে।

এ কথা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আধ্যাত্মিক বিপ্লবের জন্য নম্রতা প্রধান হাতিয়ার। কোমলতা মানুষকে নিরীহ, বিনয়ী ও খোদামুখী করে। এটা এমন এক গুণ যদ্বারা শত্রু মিত্রতে পরিণত হয় ও বড় বড় আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআতকে আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার জন্য মনোনীত করেছেন। এ সূত্রে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য অনেক। আমাদের মধ্যে ঐ সকল গুণের সমারোহ আবশ্যকীয় যদ্বারা খোদার নৈকট্য পাওয়া যায়। তাই কোমলতাকে আমাদের প্রকৃত স্বভাবে পরিণত করতে হবে। কোমলতা যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, আমীন!

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

বিশ্বনবী (সা.)-র মহান মর্যাদা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন মানব খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

"ইসলামের খোদা কারো প্রতি নিজ আশীষ ও কল্যাণের দুয়ার বন্ধ করেননি বরং তিনি তাঁর দুই হাতে ডাকছেন, আমার পানে এসো। যারা সবেগে তাঁর পানে দৌড়ায় তাদের জন্য দুয়ার খোলা হয়।

অতএব, আমি আমার কোন কৌশল দ্বারা নয় বরং কেবল খোদার ফযল ও আশীষ দ্বারা ঐ নিয়ামত হতে পূর্ণ অংশ পেয়েছি যা আমার পূর্ববর্তী নবী রসূল এবং খোদার মনোনীত বান্দাগণকে প্রদান করা হয়েছিল। আমার পক্ষে সেই নিয়ামতকে পাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না যদি আমার সায়্যেদ ও মাওলা নবীগণের গৌরব সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ না করতাম। সুতরাং আমি যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছি তাঁরই অনুসরণ ও অনুকরণের বদৌলতে প্রাপ্ত হয়েছি। আমি আমার সত্য ও পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি যে, কোন মানবই কেবল সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতিরেকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এবং মা'রেফতের পূর্ণ অংশ পেতে পারে না" (হাকীকাতুল ওহী, ৬৪-৬৫ পৃঃ রূহানী খাযায়েন, ২২ খন্ড)।

চিরস্থায়ী রূহানী জীবনধারণকারী প্রতাপ ও পবিত্রতার সিংহাসনে আরোহণকারী নবী কেবল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামই বটেন–.....

"হে ঐ সকল মানুষ, যারা জগতে বাস করছো, এবং হে ঐ সকল মানুষ, যারা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে আছো। আমি দৃঢ়তার সাথে আপনাদেরকে এই বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে সত্য ধর্ম বলতে কেবল ইসলাম এবং সত্য খোদাও কেবল সেই খোদাই যাঁর সন্ধান ও বিবরণ পবিত্র কুরআন প্রদান করেছে এবং চিরস্থায়ী রূহানী জীবন ধারণকারী এবং প্রতাপ ও পবিত্রতার সিংহাসনে আরোহণকারী নবী কেবল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামই বটে, যাঁর রূহানী জীবন এবং পবিত্র প্রতাপের প্রমাণ আমি এই পেয়েছি যে, তার অনুসরণ ও অনুকরণ এবং মহব্বতের ফলে আমি রূহুল কুদ্দুস (পবিত্রাত্মা) এবং খোদার বাক্যালাপ ও আসমানি নিদর্শন পাচ্ছি" (তিরয়াকুল কুলুব, ১৩ পৃঃ রূহানী খাযায়েন, ১৫ পৃষ্ঠা)।

তিনি আমাকে এজন্যে পাঠিয়েছেন যেন আমি শান্তি ও সহিষ্ণুতার সাথে জগতে সত্য খোদার দিকে পথ প্রদর্শন করি 'এ হেন তিমিরাচ্ছন্ন যুগের নূর কেবল আমিই, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করবে তাকে ঐ সকল গহ্বর গিরিগুহা হতে রক্ষা করা হবে যা শয়তান তিমিরে পদচারণাকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। তিনি আমাকে এইজন্য পাঠিয়েছেন যেন আমি শান্তি ও সহিষ্ণুতার সাথে জগদ্বাসীকে সত্য খোদার দিকে পথ প্রদর্শন করি এবং ইসলামের নৈতিক মান-মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি। তিনি আমাকে সত্যান্বেষীগণের আত্মার শান্তি ও স্বস্তি যোগানোর উদ্দেশ্যে নির্দেশাবলীও প্রদান করেছেন এবং আমার সমর্থনে তিনি তাঁর অনেক অনেক বিস্ময়কর কাজ করেছেন এবং অদৃশ্যের কথা-বার্তা, ভবিষ্যতের রহস্যাবলী যেগুলি আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র কালাম অনুযায়ী সত্যবাদীকে চেনার ও জানার জন্যে মূল কষ্টিপাথর স্বরূপ আমার উপর প্রকাশ করেছেন এবং পবিত্র ও নির্মল তত্ত্ব-জ্ঞানসমূহ ও জ্ঞান ভান্ডার প্রদান করেছেন" (মসীহ্ হিন্দুস্থান মেঁ, ১৩ পৃঃ, রূহানী খাযায়েন. ১৫ খন্ড)।

অনুবাদ ঃ **আলহাজ্জ আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্**

"২৩শে মার্চ জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে অনেক গুরুত্ব রাখে কেননা আজ থেকে ১১৮ বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্তা'লার নির্দেশে বয়াত গ্রহণ আরম্ভ করেছিলেন। এ দিনটি ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য মাইল ফলক স্বরূপ"

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের জীবনে আগত প্রতিটি দিন উন্নতির নতুন পথ আমাদের জন্য উন্মোচন করে।"

"তিনিই সে মসীহ্ ও মাহদী যার এ যুগে পুরো বিশ্বকে এক ধর্মে (ইসলাম) সমবেত করার কথা।"

"আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে বিশেষভাবে আরববিশ্বের জন্য নতুন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আজ একটি নতুন চ্যানেল **MTA**-৩ আল্ আরাবিয়াহ্ চালু করার তৌফিক দান করেছেন; যা ২৪ঘন্টা আরবী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে, যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে ধনভান্ডার বিতরণ করেছেন; আরব বিশ্বের পিপাসার্ত হৃদয়, নেক প্রকৃতির মানুষ ও পুণ্যাত্মারা সে ভান্ডার থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে ।

"হে আরব ভূখন্ডের অধিবাসীগণ! আজ আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে সমগ্র বিশ্বের প্রভু প্রতিপালক খোদার নামে তোমাদের কাছে আবেদন করছি, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর এ আধ্যাত্মিক সন্তানের আহবানে সাড়া দাও।"

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

সৈয়দনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজীদে প্রদত্ত ২৩শে মার্চ, ২০০৭ এর (২৩শে আমান, ১৩৮৬ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

আজ ২৩শে মার্চ। আমরা জানি, জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে আজকের দিনটি অনেক গুরুত্ব বহন করে, কেননা আজ থেকে ১১৮ বছর পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্তা'লার নির্দেশে বয়াত গ্রহণ আরম্ভ করেছিলেন আর এভাবে জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ দিনটি ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য মাইল ফলক স্বরূপ। তাই সে যুগে ইসলামের যে অবস্থা ছিল তার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট তুলে ধরছি।

সে সময় মুসলমানদের অবস্থাদৃষ্টে প্রত্যেক সে মুসলমান ব্যাকুল ছিল যার হৃদয়ে ইসলামের জন্য দরদ ছিল। উপমহাদেশে আর্য সমাজী এবং খৃষ্টান পাদরী ও তাদের প্রচারকরা ইসলামের উপর চরম আক্রমন আরম্ভ করে রেখেছিল। আক্রমন এত প্রচন্ড ছিল যে, মুসলমান উলামারাও ভীত-ত্রস্ত থাকতো আর তাদের কাছে এ আক্রমন প্রতিহত করার কোন উপায় ছিল না। অনেকেই উত্তর দিতে না পেরে ইসলামধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টানদের ঝুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল আর কতক সম্পূর্ণরূপে ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছিল।

তখন খৃষ্টধর্ম ও অন্যান্য আগ্রাসী ধর্মের মোকাবিলার জন্য খোদার একজনই পাহ্লোয়ান শুধু ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশের তদানিন্তন সকল ধর্ম অর্থাৎ, আর্য সমাজী, ব্রাহ্ম সমাজ অথবা খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী, যারা সে সময় ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে ভয়াবহ আক্রমন করছিল, তাদের সবাইকে চার খন্ডে

রচিত স্বীয় যুগান্তকারী গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়া'য় এমন দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন যা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮০ সনে, তৃতীয় খন্ড ১৮৮২-তে আর চতুর্থ খন্ড ১৮৮৪ সনে প্রকাশ করেন। এতে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন যে ঐশী বাণী এবং অতুলনীয় গ্রন্থ আর মহানবী (সা.) নবুয়তের দাবীর ক্ষেত্রে যে সত্যবাদী ছিলেন তার অখন্ডনীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন, আমার উপস্থাপিত প্রমাণাদি যে খন্ডন করবে তার জন্য চ্যালেঞ্জ, যদি সে এর এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ অথবা পঞ্চমাংশ প্রমাণও যদি দিতে পারে তাহলে দশ সহস্র রূপী পুরষ্কার প্রদান করবো, যা সে কালের দৃষ্টিকোন থেকে যথেষ্ট বড় অংক ছিল। এ পুস্তক মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করেছে আর সেসব আক্রমনকারীদের ষড়যন্ত্রকে ধুলিস্যাৎ করেছে। ইসলামের জন্য তাঁর (আ.) এরূপ প্রেরণা দেখে তাঁর প্রতি ভক্তি রাখতো এমন অনেক নিষ্ঠাবান তাঁর সমীপে নিবেদন করে যে, আপনি আমাদের বয়াত নিন। কিন্তু তিনি (আ.) যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে এর নির্দেশ পেয়েছেন অপারগতা প্রকাশ করতে থাকেন।

নির্দেশ লাভের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৮৮ সনের ১লা ডিসেম্বর, তবলীগ নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যাতে তিনি লিখেন,

"আমি এখানে সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে আর বিশেষকরে আমার মুসলমান ভাইদের আরো একটি পয়গাম পৌঁছাচ্ছি যে, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যারা সত্যান্বেষি তারা সত্যিকার ঈমান ও ঈমানের পবিত্রতা এবং খোদাপ্রেমের পথ চিনার জন্য আর নোংরা জীবনপদ্ধতি, ঔদাসীন্য ও বিদ্রোহপূর্ণ জীবন পরিত্যাগের লক্ষ্যে আমার হাতে বয়াত করুন। সুতরাং যারা নিজেদের মাঝে কিছুটা এ শক্তি রাখেন তাদের জন্য আমার কাছে আসা আবশ্যক কেননা আমি তাদের দু:খ লাঘব করবো এবং তাদের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করবো। তারা যদি জান-প্রাণ দিয়ে ঐশী শর্তাবলী অনুসারে

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতের কাছে এ প্রত্যাশাই রাখতেন এবং এ শিক্ষা প্রদান করতেন যে, কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই বয়াতের শর্তাবলীতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা শিরোধার্য করা এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর উপর দরূদ প্রেরণের প্রতি তিনি বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করেছেন।

পরিচালিত হবার চেষ্টা করেন তাহলে খোদাতা'লা আমার দোয়া ও দৃষ্টিতে তাদের জন্য কল্যাণ রেখে দেবেন। এটি ঐশী নির্দেশ যা আজ আমি পৌঁছে দিলাম। এ সম্পর্কে আরবী ইলহাম হচ্ছে, 'ইযা আযামতা ফাতাওক্কাল আলাল্লাহি। ওয়াস্‌নাইল ফুলকা বিআইউনিনা ওয়া ওয়াহ্‌ইনা। আল্লাযীনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহা। ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদীহিম।' (অর্থাৎ, যেহেতু তুমি এ কাজের সংকল্প করেছ তাই খোদাতা'লার উপর ভরসা করো এবং এ নৌকা আমাদের চোখের সামনে আর আমাদের ওহীর আলোকে তৈরী কর। যারা তোমার হাতে বয়াত করবে তারা তোমার হাতে নয় বরং খোদার হাতে বয়াত করবে, খোদার হাতই তাদের হাতের উপরে থাকবে। (লন্ডন থেকে প্রকাশিত মজমুয়া ইশতিহারাত, ১ম খন্ড-১৮৮পৃষ্ঠা)

এরপরে তিনি ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী তকমীলে তবলীগ নামে আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন এবং তাতে ১৮৮৮সনের ১লা ডিসেম্বরের বরাত দিয়ে বয়াতের দশটি শর্ত লিপিবদ্ধ করেন। বয়াতের এ শর্তগুলো আমরা সবাই জানি তবুও সকল আহমদী যেন এথেকে উপকৃত হতে পারে, অনুস্মারক স্বরূপ তথা স্মৃতিকে ঝালিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং এমটিএ যেহেতু বিস্তীর্ণ এলাকায় অ-আহমদীরাও শুনে তাই তারাও যেন ধারণা করতে পারে যে, এ শর্তাবলী কি, শর্তগুলো আমি পাঠ করছি।

প্রথম শর্তে তিনি বলেন: "বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে যে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদাতা'লার অংশীবাদিতা) থেকে পবিত্র থাকবে।

দ্বিতীয়: মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন এর শিকারে পরিণত হবে না।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি দরূপ পাঠ করবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার কাছে প্রার্থনা করবে ও ইস্তেগফার

পড়বে, ভক্তিপ্-ুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও মহিমা কীর্তণ করবে।

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়েআল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, সুখে-দুঃখে কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সর্বাবস্থায় খোদাতা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

ষষ্ঠ শর্ত হচ্ছে, সামাজিক কদাচার পরিহার করবে, কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজেআল্লাহ্‌ ও রসূল করীম (সা.)-এর আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সপ্তম শর্ত হচ্ছে, অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্ঠাচার, সহিষ্ণু এবং দরবেশী জীবন যাপন করবে।

অষ্টম শর্ত হচ্ছে, ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন থেকে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

নবম শর্ত হচ্ছে,আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

দশম শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এ অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মওউদ আলাইহেস সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে হলে, জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ট হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসুলভ অবস্থার মধ্যে এর কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।

(লন্ডন থেকে প্রকাশিত মজমুয়া ইশতিহারাত, ১ম খন্ড-১৮৯-১৯০পৃষ্ঠা)

আজ খিলাফতের সাথে জামাতে আহমদীয়ার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাও এজন্য যে, বয়াতের এ অঙ্গীকার অনুসারে প্রত্যেক আহমদী বস্তুত হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছে আর এ সিঁড়িতে পা রাখার কল্যাণে মহানবী (সা.) এবং খোদাতা'লার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। হায়! আজকের মুসলামনারাও যদি যুগ মসীহ্‌কে অস্বীকারের পরিবর্তে এই নিগূঢ় সত্যটি অনুধাবন করতো তাহলে যেসব সমস্যায় নিপতিত তাথেকে রক্ষা পেত।

আজ খিলাফতের সাথে জামাতে আহমদীয়ার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাও এজন্য যে, বয়াতের এ অঙ্গীকার অনুসারে প্রত্যেক আহমদী বস্তুত হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ:)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছে আর এ সিঁড়িতে পা রাখার কল্যাণে মহানবী (সা.) এবং খোদাতা'লার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। হায়! আজকের মুসলামনারাও যদি যুগ মসীহ্‌কে অস্বীকারের পরিবর্তে এই নিগূঢ় সত্যটি অনুধাবন করতো তাহলে যেসব সমস্যায় নিপতিত তাথেকে রক্ষা পেত। যেভাবে আমি শুরুতে বলেছিলাম, হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর মিশন ছিলো পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর অনুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পবিত্র কুরআনের যথার্থতা প্রমাণ করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হবার পর একটি পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং বয়আত গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর পরম ভালবাসা ছিল এবং তিনি (আ.) আঁ-হযরত (সা.)-এর পদমর্যাদার স্বরূপ সম্পর্কে সত্যিকার অর্ন্তদৃষ্টি রাখতেন; বরং এভাবে বলা উচিৎ, সত্যিকার অর্থে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ:)-ই তাঁকে (সা.) চিনতেন।

মহানবী (সা.)-এর মাকাম ও পদমর্যাদা সম্পর্কে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন:

"আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান ও মাকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিতাপ যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিৎ ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ যিনি হারিয়ে যাওয়া তৌহীদকে পৃথিবীতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত

করেছেন। তিনি খোদাতা'লাকে পরমভাবে ভালবেসেছেন আর মানবজাতির প্রতি একান্ত ভালবাসায় তাঁর প্রাণ বিগলিত হয়। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তাঁকে সকল নবী এবং পূর্বাপরের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং তাঁর সকল বাসনা স্বীয় জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করেছেন। তিনিই প্রত্যেক কল্যাণের উৎসস্থল। যে ব্যক্তি তাঁর মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হবার কথা স্বীকার না করে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে সে মানুষ নয় বরং শয়তানের বংশধর। কেননা সকল শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠী তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। ('হকীকাতুল ওহী' লন্ডন থেকে প্রকাশিত, রূহানী খাযায়েন-২২তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন: "সে মানব যিনি নিজ সত্ত্বা, বৈশিষ্ট্যাবলী, কাজে-কর্মে এবং স্বীয় আধ্যাত্মিক ও পবিত্র গুণাবলী দ্বারা জ্ঞান, কর্ম, সাধুতা ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর পরিপূর্ণ মানবরূপে অভিহিত হয়েছেন.....সে মানব যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল আর পরিপূর্ণ মানব ও কামেল নবী ছিলেন এবং উৎকর্ষ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন; যাঁর হাতে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও আধ্যাত্মিক হাশর সংঘটিত হবার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম কিয়ামতের আবির্ভাব হয় আর এক গোটা মৃত জগৎ তাঁর শুভাগমনে জীবন্ত হয়ে উঠে; সে কল্যাণমন্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, মনোনীতদের নেতা, শ্রেষ্ট রসূল, নবীকূল গর্ব জনাব মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। হে প্রিয় খোদা! তুমি এ প্রিয় নবীর উপর এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ করো যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অন্য কারো উপরে বর্ষণ করো নি। (ইতমামুল হুজ্জাহ্, লন্ডন থেকে প্রকাশিত, রূহানী খাযায়েন-৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতের কাছে এ প্রত্যাশাই রাখতেন এবং এ শিক্ষা প্রদান করতেন যে, কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই বয়াতের শর্তাবলীতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা শিরোধার্য করা এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর উপর দরূদ প্রেরণের প্রতি তিনি বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করেছেন। একস্থানে তিনি (আ.) বলেন: "এবং তোমাদের প্রতি আরেক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই, কুরআন শরীফকে এক পরিত্যক্ত বস্তুর মত পরিত্যাগ করবে না কেননা এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। যারা কুরআনকে সম্মান করবে, তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে। যারা সকল হাদীস এবং প্রত্যেক কথার উপর কুরআনকে প্রাধান্য দেবে, তাদেরকে আকাশে প্রাধান্য দেয়া হবে। মানব জাতির জন্য ধরাপৃষ্ঠে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মশাস্ত্র নেই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী (যোজক) নেই। অতএব, তোমরা সে মহাগৌরবসম্পন্ন নবীর সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা করো এবং অন্য কাউকেও তাঁর উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলে পরিগণিত হতে পারো। স্মরণ রেখো, প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয় তা নয় বরং প্রকৃত মুক্তি ইহকালেই তার জ্যোতি প্রকাশ করে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সে-ই যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় আর আকাশের নীচে তাঁর সম-মর্যাদাবিশিষ্ট অন্য কোন রসূল নেই এবং কুরআনের সমতূল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতা'লা চিরকাল জীবিত রাখার ইচ্ছে করেন নি কিন্তু এ মনোনীত নবীকে চিরঞ্জীব করার ইচ্ছা করেছেন। (কিশতিয়ে নূহ, লন্ডন থেকে প্রকাশিত, রূহানী খাযায়েন-১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩-১৪)

মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.)-এর মাকাম বা মর্যাদার সাথে পরিচয় করানো আর অন্যান্য ধর্মের আক্রমন থেকে রক্ষা করাই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাজ। আর কেবল রক্ষা করাই নয় বরং বিশ্বে ইসলামের অনুপম শিক্ষার বিস্তার করাও ছিল তাঁর দায়িত্ব। সে হেদায়াতের মাধ্যমে বিশ্বকে আলোকিত করাও ছিল তাঁর দায়িত্ব যা সর্বশেষ শরীয়তধারী নবী হিসেবে আল্লাহ্তা'লা তাঁর (সা.) উপর অবতীর্ণ করেছিলেন; যা সম্পর্কে রেওয়ায়েতে এসেছে, শেষ যুগে আবির্ভূত হয়ে মসীহ্ এবং মাহ্দীর কাজ হবে, আল্লাহ্তা'লার সাহায্যে সকল ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা। তিনি (আ.) দাবী করেছেন, আমিই সে মসীহ্ ও মাহদী যার আসার কথা ছিল এবং নিজ দাবীর সত্যায়ন স্বরূপ তিনি (আ.) অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী, পে-গ এবং অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। সুতরাং এ সব নিদর্শনাবলী যা তাঁর সমর্থনে পূর্ণ হয়েছে, আকাশ ও ভূমি থেকে উদ্ভুত বিপদাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী যা তাঁর সমর্থনে পূর্ণ হয়েছে তা তাঁর সত্যতার পক্ষে দলীল ছিল।

তারপর মহানবী (সা.)-এর এ মহান ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে যে, আমাদের মাহ্দীর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি মহান নিদর্শন হচ্ছে, চন্দ্র এবং সূর্যের নির্ধারিত তারিখে গ্রহণ লাগা যা পূর্বে কখনও কারো নিদর্শন হিসেবে এভাবে প্রকাশিত হয়নি অর্থাৎ নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া ও দাবী একই সময়ে বর্তমান থাকা (ইতোপূর্বে ঘটেনি)। এসব কিছুর বর্তমানে এক ব্যক্তির এ দাবী করা আগমনকারী মসীহ্ ও মাহদী আমিই; যদি নিজেদের নিরাপত্তা চাও তাহলে আমার নিরাপদ দুর্গে প্রবেশ করো, এটি কোন দৈব ব্যাপার ছিল না। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীলদের জন্য এটি ভাবার বিষয়। আহমদীরা সৌভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ্তা'লা এ প্রতিশ্রুত ব্যক্তির জামাতে প্রবিষ্ট হবার তৌফিক দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে অন্তর্ভূক্ত হবার পরে আমাদের এ বার্তা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে যা নিয়ে তিনি (আ.) দন্ডায়মান হয়েছিলেন, যাতে করে খোদার একত্ববাদ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকা সমগ্র পৃথিবীতে উড্ডীন হয়। এটিআল্লাহ্তা'লার অভিপ্রায় যা অবশ্যম্ভাবী। এ কাজে সামান্য ভূমিকা রেখে আমরা কেবল পূণ্যই অর্জন করবো আর আমাদের নাম হবে। আল্লাহ্তা'লা পবিত্র স্বভাবের লোকদেরকে তৌহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে আঁ-হযরত (সা.)-এর উম্মতে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন আর এজন্যই তিনি স্বীয় মসীহ্ ও মাহদীকে প্রেরণ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: **খোদাতা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী পুণ্যাত্মাবিশিষ্ট লোকদেরকে তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করা ও অনুগত দাসদেরকে এক ধর্মে সমবেত করার সিদ্ধান্ত করেছেন; তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতে। এটিই খোদাতা'লার অভিপ্রায় যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি পৃথিবীতে প্রেরীত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এ কাজে নিয়োজিত হও; বিনয়, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি মনোনিবেশের মাধ্যমে। (আল্ ওসীয়্যত, লন্ডন থেকে প্রকাশিত, রূহানী খাযায়েন-২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭)**

সুতরাং পৃথিবীতে স্বীয় এ পবিত্র নবী (সা.)-এর

> মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.)-এর মাকাম বা মর্যাদার সাথে পরিচয় করানো আর অন্যান্য ধর্মের আক্রমন থেকে রক্ষা করাই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাজ। আর কেবল রক্ষা করাই নয় বরং বিশ্বে ইসলামের অনুপম শিক্ষার বিস্তার করাও ছিল তাঁর দায়িত্ব।

অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এখন খোদাতা'লার অভিপ্রায়। যদিও বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থাদৃষ্টে এটি বাহ্যত অনেক দুরূহ মনে হয় কিন্তু ভাবার বিষয় যে, সে ব্যক্তি যিনি কাদিয়ানে (পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রাম) নিঃসঙ্গ ছিলেন, তাঁর (মসীহ্ ও মাহদীর) জীবদ্দশাতেই আল্লাহ্তা'লা তাঁকে লক্ষ লক্ষ মান্যকারী দান করেছেন; বরং ইউরোপ এবং আমেরিকা পর্যন্ত তাঁর নাম ও দাবী ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁর অনুসারী সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের জীবনে উদিত প্রতিটি দিন আমাদেরকে উন্নতির নতুন পথ প্রদর্শন করে। আজ ১৮৫টি দেশে তাঁর জামাতের প্রতিষ্ঠা এ কথার জলন্ত প্রমাণ যে, তিনিই সেই মসীহ্ ও মাহদী যার এযুগে গোটা বিশ্বকে এক ধর্মে (ইসলাম) সমবেত করার কথা। বিশ্বের সব মহাদেশের অধিকাংশ দেশে আল্লাহ্তা'লার ইচ্ছার ব্যবহারিক প্রতিফলন আমরা বয়াতের আকারে দেখতে পাই। আজও যদি কেউ ইসলামের সুরক্ষার প্রতিবিধান করে থাকে তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষায় কল্যাণমন্ডিত হয়ে তাঁর অনুসারীরাই করছে।

আজ আরব বিশ্বও এর সাক্ষী, বিগত কয়েক বছর যাবত আরব মুসলমানরা খৃষ্টানদের হাতে কিভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছিল, কত বিরক্ত ছিল তারা। আল্লাহ্তা'লার এ পাহলোয়ান কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্তরাই আরব বিশ্বে খৃষ্টানদের মুখ বন্ধ করেছে। কেননা আজ আল্লাহ্তা'লার সাহায্য এবং সমর্থণে সে অকাট্য যুক্তি কেবলমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেই প্রদান করা হয়েছে যদ্বারা খোদার তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীর ভ্রান্ত বিশ্বাসের মুখ বন্ধ করা যেতে পারে। আজ এত সহজে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুক্তির আলোকে যে ভুল বিশ্বাস খন্ডন করা হচ্ছে, বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে, এটিও আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হচ্ছে যা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর ইলহামে 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো'তে দিয়েছিলেন। আমরা যত সহজে এ বার্তা বিশ্বের কোনায় কোনায় পৌঁছাচ্ছি তাও এর (ইলহামের) পূর্ণতার প্রমাণ। একটি ক্ষুদ্র দরিদ্র জামাত যার কাছে না তেলসম্পদ আছে না বিশ্বের অন্য কোন আয়ের উৎস আছে তা বর্তমান পৃথিবীর আধুনিক প্রযুক্তি এবং মাধ্যমকে ব্যবহার করে তবলীগ করবে

এটি ভাবতেও পারতোনা। যেভাবে আমি বলেছি, এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ। আজ আমরা তাঁর সাথে কৃত আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহ নিত্য-নতুন ভাবে পূর্ণ হতে দেখছি। আজ আল্লাহ্তা'লার এ ইলহামকে এক ভিন্ন মহিমায় পূর্ণ হতে দেখছি।

আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে বিশেষভাবে আরববিশ্বের জন্য নতুন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আজ একটি নতুন চ্যানেল MTA-৩ আল্ আরাবিয়াহ্ চালু করার তৌফিক দান করেছেন; যা ২৪ঘন্টা আরবী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে, যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে ধনভান্ডার বিতরণ করেছেন, সে ভান্ডার থেকে আরব বিশ্বের পিপাসার্ত হৃদয়, নেক প্রকৃতির মানুষ ও পুণ্যাত্মারা কল্যাণমন্ডিত হতে পারে। এ চ্যানেল চালু করার কারণে বিরোধীতাও আরম্ভ হয়েছে। আরবেও জামাতের বিরুদ্ধবাদীরা রয়েছে। যে স্যাটেলাইট কম্পানীর সাথে চুক্তি হয়েছে তাদেরকেও হুমকি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, খোদা এখন এই বাণী পৌঁছাতে চান, তাই এখন এটি খোদার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রসার লাভ করবে এবং কেউ একে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। দোয়া করুন যারা এ বাণী পৌঁছানোর লক্ষ্যে সাহায্য করছে আল্লাহ্তা'লা যেন তাদেরকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন, আর তাদেরকে স্বীয় চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকারও তৌফিক দান করুন এবং পুণ্যাত্মাদেরকে এই আধ্যাত্মিক খাবার থেকে কল্যাণ লাভেরও তৌফিক দিন। এ বিষয়ে আমাদের তিল পরিমানও সন্দেহ নেই, মুসলমানদের অধিকাংশ এ বাণী গ্রহণ করবে। এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতি।

একটি ইলহাম আছে, 'ইন্নি মায়াকা ইয়াবনা রাসূলিল্লাহি' ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল মানুষকে একমাত্র ধর্মে একত্রিত কর, 'আলা দ্বীনিন ওয়াহিদিন' (রাবোয়া থেকে ২০০৪ সনে প্রকাশিত, তাযকিরাহ্, ৪র্থ খন্ড ৪৯০ পৃষ্ঠা। ১৯৮৪ সনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত, মলফুজাত ৮ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা।)

আরবী অংশের অনুবাদ হচ্ছে 'হে আল্লাহ্র রসূলের পুত্র আমি তোমার সাথে আছি।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মুসলমানদের একমাত্র ধর্মে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়টি একটি বিশেষ বিষয়। তিনি বলেন, নির্দেশ এবং আদেশ দু'ধরণের হয়ে থাকে; একটি শরীয়তের আকারে যেমন, নামায পড়, যাকাত দাও, হত্যা করো না ইত্যাদী।..... এমন নির্দেশের মধ্যে এক ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীও থাকে অর্থাৎ কতক এমনও হবে যারা এ নির্দেশকে লঙ্ঘন করবে। বস্তুত এটি শরীয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নির্দেশ.....।

দ্বিতীয় নির্দেশ 'কুনী' (অর্থাৎ হও) আর এ আদেশাবলী ও নির্দেশ তকদীরের আকারে প্রকাশিত হয়, যেমন

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا

আর এটি পুরোপুরি প্রকাশিত হয়েছে। (যখন আগুন ঠান্ডা হবার নির্দেশ পেয়েছে তখন তা ঠান্ডা হয়ে গেছে) আমার ইলহামের যে নির্দেশ এটিও এ ধরণেরই মনে হয় অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা চান যে, পৃথিবীর সকল মুসলমান আলা দ্বীনিন ওয়াহিদিন (ইসলাম ধর্মে) সমবেত হোক আর তা অবশ্যই হবে। এর অর্থ এ নয় যে, তাদের মাঝে কোন প্রকার মতৈক্য থাকবে না; মতভেদও থাকবে কিন্তু তা অনুল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বহীন হবে।

(আল হাকাম, ৯ম খন্ড, নাম্বার ২২, ৩০শে নভেম্বর,১৯০৫-পৃষ্ঠা-২। লন্ডন থেকে প্রকাশিত, মলফুজাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৬-২৬৭, নাম্বার ১৯৮৪)

আল্লাহ্তা'লা মুসলমানদেরকে অতি সত্তর এ আহবানে সাড়া দিয়ে একমাত্র ধর্মে (ইসলাম) সমবেত হবার তৌফিক দিন আর আমরা যেন আমাদের জীবদ্দশায় এ দৃশ্য দেখতে সক্ষম হই। যেভাবে আমি বলেছি আজ এমটিএ আল্ আরাবিয়াহ্-৩ এর গোড়াপত্তন হচ্ছে তাই এ দৃষ্টিকোন থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- আরবদের সম্বোধন পূর্বক যে বাণী প্রদান করেছেন, তাঁর ভাষায় এর কিছু অংশ পাঠ করছি। আমি কেবল এর অনুবাদই পাঠ করবো। আল্লাহ্তা'লা সত্তর আরব বিশ্বের বক্ষ উম্মুক্ত করুন যেন তারা যুগ ইমামকে চিনতে সক্ষম হোক।

তিনি (আ.) আরব বিশ্বকে উদ্দেশ্য করে স্বীয় বাণীতে বলেছেন:

"আসসলামু আলাইকুম! হে আরবের খোদাভীরু ও মনোনীত মানুষ! আসসলামু আলাইকুম। হে নবীর পবিত্র ভূমির অধিবাসী ও খোদার মহান গৃহের পার্শ্বে বসবাসকারীগণ, তোমরা ইসলামের সকল জাতীর মধ্যে সর্বোত্তম জাতি এবং মহামহিম খোদার সবচেয়ে নির্বাচিত দল। কোন জাতি তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তোমরা সম্মান ও মহিমায় আর মাকাম ও মর্যাদায় সবার তুলনায়

এগিয়ে রয়েছো। তোমাদের জন্য এ গৌরবই যথেষ্ট, আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় ওহীর সূচনা হযরত আদম থেকে আরম্ভ করে সে নবীর উপর চূড়ান্ত করেছেন যিনি তোমাদের মধ্য থেকে ছিলেন আর তোমাদের ভূমিই তাঁর দেশ, আবাসস্থল ও জন্মভূমি ছিল। সে নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) মনোনীতদের নেতা, নবীদের গৌরব, খাতামুর্ রসূল ও বিশ্ব ইমামের সত্যিকার মর্যাদা সম্পর্কে তোমাদের কিসে অবহিত করবে? প্রত্যেক মানুষের উপর তাঁর অনুগ্রহ একটি প্রমাণিত সত্য এবং তাঁর ওহী অতীতের সকল সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রহস্য এবং সকল উন্নত ও সুমহান কথামালা নিজের মাঝে ধারণ করেছে। সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান ও হেদায়াতের পথ যা হারিয়ে গিয়েছিল সেসবকে তাঁর ধর্ম পুনর্জীবিত করেছে। হে আল্লাহ্! তুমি পৃথিবীতে অবস্থিত পানির সকল বিন্দু ও অনু, সকল জীবিত ও মৃত আর যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু প্রকাশ্য ও গোপন তাঁর (সা.) উপর এসব কিছুর সমসংখ্যক রহমত, শান্তি এবং আশিস প্রেরণ করো। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর এত বেশি সালাম পৌঁছাও যাতে আকাশ প্রান্ত পর্যন্ত ভরে যায়। কল্যাণমন্ডিত সে জাতি যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যের যোয়াল নিজেদের কাঁধে নিয়েছে এবং বরকতপূর্ণ সে হৃদয় যা তাঁর (সা.) দিকে ধাবিত হয়েছে আর তাঁর মাঝে হারিয়ে গেছে এবং তাঁর ভালোবাসায় বিলীন হয়েছে। হে সে দেশের বাসিন্দারা যাকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-চরণধূলা দিয়ে ধন্য করেছেন,আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়া করুন এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন আর তিনি তোমাদের সন্তুষ্ট করুন। হে খোদার বান্দারা! আমি তোমাদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভাল ধারণা রাখি এবং আমার আত্মা তোমাদের সাক্ষাত লাভের জন্য উদগ্রীব। যে দেশে সৃষ্টির সেরা মানবের পদধূলি পড়েছে আমি তোমাদের সে দেশ দেখা এবং সেদেশের মানুষকর্তৃক কল্যাণমন্ডিত হওয়া, সে দেশের মাটিকে নিজ চোখের জন্য সুরমা বানানো, আর মক্কা ও মক্কার পুণ্যবান মানুষ ও পবিত্র স্থানসমূহ এবং সেথায় বসবাসকারী জ্ঞানীদের দেখার ব্যাপারে লোভাতুর দৃষ্টি রাখি, যাতে করে সেখানকার সম্মানিত আউলিয়া ও সুদর্শন দৃশ্যাবলী দেখে আমার নয়ন জুড়ায়। সুতরাং আমি খোদাতা'লার কাছে মিনতি করি যেন তিনি আমাকে অশেষ দয়ায় তোমাদের দেশকে দেখার সৌভাগ্য দান করেন আর তোমাদের দেখে যেন আমি আনন্দিত হতে পারি। হে আমার ভাইয়েরা! তোমাদের এবং তোমাদের দেশের প্রতি আমার একান্ত ভালবাসা রয়েছে। তোমাদের পথের ধূলা আর রাস্তার পাথরকেও আমি ভালবাসি আর আমি তোমাদেরকেই পৃথিবীর সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেই। হে আরবের প্রাণতুল্য মানুষ! আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে অশেষ কল্যাণ, অগণিত গুণাবলী এবং সুমহান দানের জন্য বেছে নিয়েছেন। তোমাদের দেশে খোদার সে ঘর অবস্থিত যার মাধ্যমে 'উম্মুল কোরা' (মক্কা)-কে আশিসমন্ডিত করা হয়েছে আর তোমাদের মাঝে সে বরকতময় নবীর সমাধি রয়েছে, যিনি বিশ্বের সকল দেশে একত্ববাদের বিস্তার করেছেন আর আল্লাহ্‌তা'লার প্রতাপ বিকশিত করেছেন। তোমাদের মধ্যে সেসব মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের মন-প্রাণ এবং পুরো বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়োজিত করে আল্লাহ্‌তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সাহায্য করেছেন, খোদার ধর্ম এবং তাঁর পবিত্র গ্রন্থের প্রচারকল্পে স্বীয় ধন-প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ শ্রেষ্ঠত্ব আপনাদেরই বৈশিষ্ট্য এবং যে আপনাদের যথাযথ সম্মান করেনা সে নিশ্চয় যুলম ও অন্যায় করে। হে আমার ভাইয়েরা! আমি ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় আর অশ্রু প্লাবিত নয়নে আপনাদের কাছে এ পত্র লিখছি। সুতরাং আমার কথা শুনুন,আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দিন।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, লন্ডন থেকে প্রকাশিত-রূহানী খাযায়েন-এর ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা:৪১৯-৪২২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "হে আরবের অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত জাতি, আমি মনে-প্রাণে আপনাদের সাথে আছি। আমার প্রভু আমাকে আরবদের সম্পর্কে শুভসংবাদ দিয়েছেন আর ইলহাম করেছেন, আমি যেন তাদেরকে সাহায্য করি এবং সঠিক পথ দেখাই এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে সঠিক খাতে পরিচালিত করি। আপনারা এ কাজে আমাকে কৃতকার্য ও সফলকাম পাবেন,

ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা। হে প্রিয়গণ! কল্যাণের আধার খোদাতা'লা ইসলামের সাহায্য ও সংস্কারের লক্ষ্যে আমার উপর তাঁর বিশেষ বিকাশ ঘটিয়েছেন আর আমার উপর স্বীয় কল্যাণবারী বর্ষণ করেছেন। আমাকে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। আমাকে ইসলাম এবং নবী করীম (সা.)-এর উম্মতের দুরবস্থার সময়ে স্বীয় বিশেষ কৃপা, বিজয় এবং সাহায্য-সহায়তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। সুতরাং হে আরব জাতি! আমি তোমাদেরকেও এ নিয়ামতরাজিতে অন্তর্ভূক্ত করার ইচ্ছা করেছি। এ দিনের জন্য আমি অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষারত ছিলাম। সুতরাং তোমরা সমগ্র বিশ্বপ্রতিপালক খোদার খাতিরে আমার সাথী হবার জন্য প্রস্তুত কি?" (হামামাতুল বুশরা, লন্ডন থেকে প্রকাশিত-রূহানী খাযায়েন এর ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা:১৮২-১৮৩)

সুতরাং হে আরব ভুখন্ডের অধিবাসীরা! আজ আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বপ্রতিপালক খোদার নামে তোমাদের কাছে আবেদন করছি, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর এ আধ্যাত্মিক সন্তানের আহবানে সাড়া দাও যাঁর শিক্ষা এবং রসূল প্রেমের কিছু নমুনা বা কতিপয় দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করেছি। যদি এ মসীহ্ এবং মাহ্‌দীর উক্তি ও লেখনীতে অবগাহন করে দেখ তাহলে এক ও অদ্বিতীয় খোদার সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রতি প্রেম ও তাঁর জন্য আত্মাভিমানের প্রেরণা ছাড়া এর মাঝে আর কিছুই দেখা যাবে না। পরিষ্কার হৃদয় নিয়ে যদি দেখ তাহলে জামাতে আহমদীয়ার শতাধিক বছরকালের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে, জামাতের জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত খোদাতা'লার সাহায্য ও সমর্থনের অভিজ্ঞতা করে আসছে। আজ এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আপনাদের কাছে ব্যাপকভাবে এ পয়গাম পৌঁছাও সেই সাহায্য ও সমর্থনেরই একটি ধাপ।

যদি এ মসীহ্ এবং মাহ্‌দীর উক্তি ও লেখনীতে অবগাহন করে দেখ তাহলে এক ও অদ্বিতীয় খোদার সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রতি প্রেম ও তাঁর জন্য আত্মাভিমানের প্রেরণা ছাড়া এর মাঝে আর কিছুই দেখা যাবে না। পরিষ্কার হৃদয় নিয়ে যদি দেখ তাহলে জামাতে আহমদীয়ার শতাধিক বছরকালের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে, জামাতের জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত খোদাতা'লার সাহায্য ও সমর্থনের অভিজ্ঞতা করে আসছে।

আল-হ্‌তা'লা আজ এ ব্যবস্থা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী একটি ছোট্ট দরিদ্র জামাত, এক এক পয়সা জমা করে কেবল আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে এ যুগের ইমামের বার্তা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তোমাদের কাছে পৌঁছানোর সৌভাগ্য লাভ করছে। সুতরাং কুধারণা যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় তা পরিহার করতঃ সুধারণা পোষণ কর এবং খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র এ পাহ্‌লোয়ানের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য সোচ্চার হও আর বিরোধীতার পরিবর্তে এ মসীহ্ ও মাহ্‌দীর আহবানের প্রতি কর্ণপাত কর, যাকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কৃত স্বীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক খোদাতা'লা ইসলামের পুনর্জাগরনের লক্ষ্যে আবির্ভূত করেছেন। তাই আস এবং সে মসীহ্ ও মাহদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবার পরিবর্তে তাঁর সাহায্যকারী হয়ে যাও কেননা আজ উম্মতে মুসলেমা বরং সমগ্র বিশ্বের মুক্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (আ.)-এর এ নিষ্ঠাবান প্রেমিককে সাহায্য করার সাথে সম্পৃক্ত।

হে আরববাসীগণ! হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি করে খোদার জন্য এই বেদনা বিধুর আহবানে সাড়া দাও আর সে বেদনাকে অনুভব করো যার সাথে এ মসীহ্ ও মাহ্‌দী তোমাদেরকে আহবান করছেন। আস এবং তাঁর পরম সাহায্যকারী হও। স্মরণ রেখো! তাঁর সাথে খোদাতা'লার এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তাঁকে বিশ্বে জয়যুক্ত করবেন। তোমরা নয়তো তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এ আশিস থেকে কল্যাণ লাভ করবে তারপর তারা নিশ্চয় এ বিষয়ে আক্ষেপ ও পরিতাপ করবে যে হায়, আমাদের প্রবীণরাও যদি আঁ-হযরত (সা.)-এর নির্দেশকে অনুধাবন করতঃ আল্লাহ্‌র রসূলের এ প্রেমিক এবং মসীহ্ ও মাহ্‌দীর সাহায্যকারী হতো আর তাঁর জামাতে অন্তর্ভূক্ত হতো! আল্লাহ্ করুন যেন তোমরা আজ এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারো। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই বিনীত দোয়াসমূহ্ গ্রহণ করুন।

[হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত]

কুরআন মজীদের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য

কুরআন মজীদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অকুল সমুদ্র

কুরআন মজীদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অকুল সমুদ্র। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে নিহিত জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা সূরা কাহ্ফের ১১০ আয়াতে বলেন ঃ 'তুমি বল, সমুদ্র যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাক্যসমূহের জন্য কালি হয়ে যায়, তথাপি আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাক্যসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমরা এর সাহায্যার্থে সমপরিমাণ (সমুদ্র) আরো এনে দেই।'

কাজেই পাঠকবৃন্দ, আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন কুরআন মজীদের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা কখনো শেষ হবার নয়। কুরআন মজীদের অতুলনীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আহমদীয়া জামাআতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ৭ খন্ডে এর তফসীর লেখেন। তাঁর পূর্বেও বহু মনিষী এর তফসীর লিখে গেছেন। দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা বলা যায় হাজার খন্ডে লিখেও কুরআন মজীদের তফসীর লিখে শেষ করা যাবে না। এমতাবস্থায় কুরআন মজীদের বহু দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা না করে আমরা এর কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্টের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি আয়াতই এক একটি নিদর্শন। মানব জাতির জন্য হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনা ছাড়াও এ ঐশী গ্রন্থে রয়েছে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির তত্ত্বকথা। এতে রয়েছে দিন-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা। এতে রয়েছে পৃথিবীর গোলত্ব, এর মধ্যাকর্ষণ শক্তি, শূন্যে এর অবস্থানের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা। এতে রয়েছে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির গুঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোচনা। এতে আরো রয়েছে মাটি, পানি ও শুক্র থেকে মানব সৃষ্টি তত্ত্বকথা। এতে রয়েছে রূহ্ বা মানবাত্মার প্রকৃত রূপ এবং জীবন- মৃত্যু, পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা। এতে আরো রয়েছে তরুলতা, উদ্ভিদ, পশু-পাখী ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

পাশ্চত্য জগত তাদের বিভিন্ন উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গর্ব বোধ করে। কিন্তু তারা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির রহস্যের কতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে? এমনকি হাজার বছর ধরে গবেষণা করলেও তারা এ রহস্যের কতটুকু জানতে পারবে?

কুরআন মজীদ এক পূর্ণাঙ্গীন ধর্মগ্রন্থ

কুরআন মজীদ আমাদের কাছে যে ইসলাম ধর্ম উপস্থাপন করেছে তা একটি 'কমপ্লিট কোড অব লাইফ' অর্থাৎ পরিপূর্ণ জীবন বিধান বা শরিয়ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল মায়েদার ৪ আয়াতে বলেন, 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতী ওয়া রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা।' এর অর্থ হলো, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।' আল্লাহ্ তাআলার এ ঘোষণা আমাদের জন্য এক অতুলনীয় ঘোষণা। কারণ পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা এ কথা বলতে পারবে না যে তাদের ধর্ম এক পূর্ণাঙ্গীন ধর্ম। কুরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থেই এমন ঘোষণা দেখা যায় না।

এ পূর্ণাঙ্গীন জীবন বিধানের আওতায় কুরআন মজীদে ব্যক্তি জীবন থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা, সামাজিক জীবন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, এমনকি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারেও আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্ট দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এসব দিক নির্দেশনার ভিত্তিমূলে রয়েছে ইসলামে তিনটি মৌলিক শিক্ষা। এ তিনটি মৌলিক শিক্ষা হলো, 'আদল' অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা, 'ইহ্সান' অর্থাৎ কৃপা এবং 'ইতাইযুল কুরবা' অর্থাৎ নিকটাত্মীয়সুলভ আচরণ।

এ জীবন বিধানে ইসলামের সুদ বিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও রুপরেখা অঙ্কন করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক লিখিত 'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' শীর্ষক পুস্তকটি যারা পড়েছেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন ক্যাপিটালিজম, কমিউনিজম বা মিক্সড ইকনোমিতে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত এসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেবল তথাকথিত জাগতিক কল্যাণের মাঝেই সীমিত। কিন্তু ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানব জাতির প্রকৃত জাগতিক কল্যাণ ছাড়াও তাদের পারলৌকিক

কল্যাণের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে।

কুরআন মজীদে পারলৌকিক জীবনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ

কুরআন মজীদ কেবল পার্থিব জীবনের কল্যাণের প্রতিই আমাদের মনোনিবেশ নিবদ্ধ করে নি, বরং পারলৌকিক জীবনকে পার্থিব জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা সুরা আলা আ'লার ১৭ ও ১৮ আয়াতে বলেন, 'বাল তু'ছিরুনাল হায়াতাদ দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাতু খাইরুও ওয়া আব্কা' অর্থাৎ 'তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ, অথচ পরকালই অধিক উত্তম ও স্থায়ী।' 'হুকুকুল্লাহ্' ও 'হুকুকুল ইবাদ' মানে আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পুণ্যকাজ, মালী কুরবানী, সত্যবাদীতা, ন্যায়বিচার, সদাচার, দয়া প্রদর্শন, ধৈর্য ধারণ ইত্যাদি নৈতিক গুণ সম্পর্কে এবং বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজ সম্পর্কে যে সব আদেশ ও উপদেশাবলী অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোর ওপর যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আমল করে তিনি তাদের জন্য সূরা আর রহমানের ৪৭ আয়াতে ঘোষণা দিচ্ছেন, 'ওয়া লীমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের মাকামকে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।' এখানে দু'টি জান্নাত বলতে একটি ইহলৌকিক এবং অন্যটি পরকালের জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। সৎভাবে জীবন যাপনের ফলে মানুষের মনে যে অনাবিল শান্তি বিরাজ করে এবং দৈহিক ভোগ বিলাসে মত্ত জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি লাভ করে তা হলো ইহলৌকিক জান্নাত। পরকালে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির মাঝে অবস্থান করাই হলো পারলৌকিক জান্নাত। আল্লাহ্ তাআলার এ কথার সমর্থনে তিনি সূরা ইউনুসের ৬৪ ও ৬৫ আয়াতে বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য এ পার্থিব জীবনে এবং পর জীবনেও শুভ সংবাদ রয়েছে।' দু'টি জান্নাতের এ গুঢ় তত্ত্বের বর্ণনা কুরআন মজীদের অসাধারণ বৈশিষ্টের প্রতি ইঙ্গত করে।

এক উম্মীকে রসূল মনোনয়ন

এবার কুরআন মজীদের অন্য একটি অলৌকিক মাহাত্ম্যের আলোচনায় আসছি। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলা তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে পন্ডিত ও প্রতাপশালী ব্যক্তির প্রতি কুরআন মজীদ অবতীর্ণ না করে তা অবতীর্ণ করেন এক অসহায়, এতীম ও 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর ব্যক্তির প্রতি। তিনি হলেন আমাদের প্রিয় আকা খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সূরা জুমুয়ার ৩ আয়াতে বলেন, 'হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মীইনা রাসূলাম মীনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহী ওয়া ইউ যাক্কীহীম ওয়া ইউ আল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইন কানু মিন কাবলু লাফি জালালীম মুবীন'। অর্থাৎ 'তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মাঝ থেকে এক রসূল আবির্ভূত করেছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে প্রজ্ঞার কথা শিখিয়ে থাকে, যদিও এর পূর্বে তারা প্রকাশ্য বিপথগামীতায় পড়ে ছিল।' এটিও কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার এক বিস্ময়কর ঘটনা। আল্লাহ্ তাআলার সরাসরি তত্বাবধানে এই উম্মী রসূল অজ্ঞ, বর্বর ও জাহেল আরবদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রজ্ঞার কথা শিখিয়ে তাদেরকে এক সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করে ওলী আল্লাহ্ ও গাউস-কুতুবের মর্যাদায় উন্নীত করেন। তাঁর(সা.) তিরোধানের পর খিলাফতের মাধ্যমে মুসলিম জাহান অতি দ্রুত উন্নতির পথে এগুতে থাকে। কিন্তু খিলাফত ব্যবস্থাও একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ইসলামে খিলাফত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ্ তাআলার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামের ৩ শত বছরের স্বর্ণ যুগের পর পরবর্তী এক হাজার বছরে ঈমান সুরাইয়ায় উঠে যায়। কিন্তু রহমান খোদা তাঁর বান্দাদের কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে কখনো উদাসীন নন। তাইতো তিনি সূরা আন নূরের ৫৬ আয়াতে অর্থাৎ আয়াতে ইস্তেখলাফে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের হারানো খিলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

আজ মুসলিম বিশ্ব নিজেদের চিহ্নিত একটি দলের সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদের উগ্র কর্মকান্ডে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে তারা পশ্চিমের কোন কোন শক্তিধর রাষ্ট্রের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এসব কারণে ইসলামী দেশ সমূহে আজ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এ দুর্বিসহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই আহমদীয়া খিলাফতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তারা এমনটি করলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের বর্তমান ভয়ভীতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে

তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

কুরআন মজীদের সংরক্ষণ

পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থই কোন না কোনভাবে বিকৃত হয়েছে। বাইবেলেরও বহু Version (সংস্করণ) রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদকে সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটাও কুরআন মজীদের এক অলৌকিক মাহাত্ম্য। সূরা আল্ হিজরের ১০ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'ইন্না নাহনু নায্যালনাজ জিক্‌রা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিজুন।' এর অর্থ হলো 'নিশ্চয়ই আমরাই এ যিক্‌র (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সংরক্ষণকারী'। কুরআন মজীদকে আল্লাহ্ তাআলা অক্ষতরূপে সংরক্ষণ করে আসছেন। চৌদ্দশত বছরে এর একটি জের জবরেরও পরিবর্তন ঘটেনি। এ কেবল আমাদের কথা নয়। অন্যেরাও এ সাক্ষ্য দিয়েছেন। কুরআনের বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচক স্যার উইলিয়ম মুইর বলেন, আমরা খুব জোরের সাথেই বলতে পারি, কুরআনের প্রতিটি বাক্যই অপরিবর্তিত, অবিকৃত ও অকৃত্রিম রয়েছে। পশ্চাত্য জগতের আরো অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিও এ একই সাক্ষ্যই দিয়ে গেছেন।

এতো গেলো কুরআন মজীদের বাহ্যিক সংরক্ষণের কথা। আল্লাহ্ তাআলা এর শিক্ষার সংরক্ষণেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমান যুগে ইসলামে আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে। কারণ সূরা মুজাদেলার ২২ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'কাতাবাল্লাহু লা আগ্‌লিবান্না আনা ওয়া রুসূলী ইন্নাল্লাহা কাবিয়ূন আযীয।' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন ঃ 'নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলরাই বিজয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর (ও) মহা পরাক্রমশালী।'

আজ থেকে ১৪ শত বছর পূর্বে পর্বতসম প্রতিকুলতার মাঝেও হযরত মহানবী(সা.) যেভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং ইসলামের শিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেভাবে এ যুগেও তাঁরই গোলাম, তাঁরই দাস, তাঁরই প্রতিনিধি, তাঁরই এক উম্মত উম্মতী নবী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এবং তাঁর খলীফগণের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হবে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ আল্লাহ্‌র রসূলগণই বিজয়ী হয়ে থাকেন এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) রসূলগণেরই একজন।

কুরআন মজীদে ঘোষিত তৌহীদ

কুরআন মজীদের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট হলো, কুরআন পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে কোন কোন দল প্রতিমা পূজা করছে, কোন কোন দল সূর্য্যের পূজা করছে, কোন কোন দল আগুনের পূজা করছে এবং আরো বহু দল রয়েছে, যারা অন্যান্য অনেক কিছুর পূজা করছে। এমনকি আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও খৃষ্টানরা God the father, God the son এবং Holy ghost এর নামে ত্রিত্ববাদের প্রচার করে যাচ্ছে। কিন্তু কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে, **'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।'** 'তুমি বল, তিনিই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্বনির্ভর স্থল। তিনি কাউকেই জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।' তওহীদের এ বাণী কুরআন মজীদের বহু স্থানে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে এবং এ দু'য়ের মাঝে যা-ই আছে সব কিছুর সর্বময় আধিপত্য আল্লাহ্‌রই।

তওহীদের এ অমোঘ বাণী অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা সৃষ্টির যদি একাধিক প্রভু থাকতো তাহলে বিশ্ব জগতের নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব নিয়ে অনিবার্যভাবে তাদের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হতো এবং এক মহা অরাজকতার মাঝে গোটা সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যেতো। অপর দিকে প্রতিমা পূজারীদের বিশ্বাসের অসারতার প্রমাণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল্ আন্ আমের ৭২ আয়াতে বলেন, 'হে রসূল! তুমি বল, আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকবো, যা আমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং কোন অপকারও করতে পারে না?' অন্যদিকে যারা নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্যের উপাসনা করে তাদের বিশ্বাসের অন্তসারশূন্যতা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর পরিচালনা-ব্যবস্থা দেখালেন এবং তাঁকে এ জ্ঞান দান করলেন যে অস্তগামী নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্য তাঁর প্রভু হতে পারে না। এ বিষয়টি সুরা আল্ আনআমের ৭৬ থেকে ৭৯ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা ফাতেহার অতুলনীয় শান ও মর্যাদা

কুরআন মজীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো সূরা ফাতেহা। আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল্ হিজরের ৮৮ আয়াতে বলেন, 'আমরা তোমাকে অবশ্যই পুনঃপুনঃ পঠিত সপ্ত আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করেছি।' এ আয়াতে পুনঃপুনঃ

পঠিত সপ্ত আয়াত বলতে সূরা ফাতেহাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এ সূরা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাতে আবৃত্তি করা হয়। এ সূরা আল্লাহ্ তাআলার সকল গুণের বিস্তারিত ও ব্যাপক বর্ণনাকারী। এ সূরা মানুষের জীবনের মোড় আল্লাহ্র দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং মানুষ ও আল্লাহ্র মাঝে সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়।

এ সূরার অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পর্কে তিরমিযীর একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উবাই ইবনে কাবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিরূপে নামাযে কুরআন পড়?' তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করে শোনালেন। তখন রসূল করীম(সা.) বললেন, 'কসম সেই খোদার যাঁর হাতে আমার জীবন, এ সূরার ন্যায় কোন সূরা না তওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে, না ইঞ্জিলে অবতীর্ণ হয়েছে, না যবূরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং না এই কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে। এ হলো পুনঃপুনঃ পঠিত সপ্ত আয়াত এবং কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।' পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান তাদের নামাযে দৈনিক ন্যূনপক্ষে ৩২ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে থাকে। অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা কি এ দাবী করতে পারবে, তাদের কোটি কোটি লোক দৈনিক তাদের ধর্মগ্রন্থের কোন অংশ এতবার পাঠ করে থাকে? এ-ইতো হলো কুরআন মজীদের অতুলনীয় বৈশিষ্ট।

কুরআন মজীদে ঘোষিত একটি চ্যালেঞ্জ

কুরআন মজীদ হলো সেই ঐশী গ্রন্থ, যা এর নিজের মাহাত্ম্য, নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিজের সত্যতা, নিজের আলোক রাশী সম্পর্কে নিজেই দাবী করেছে এবং সেই সাথে নিজের তুলনাবিহীন হওয়ার কথাও নিজেই প্রকাশিত করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে সূরা আল্ বাকারার ২৪ আয়াতে বলেন, 'তোমরা যদি এর সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যা আমরা আমাদের বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা উপস্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ১৪ শত বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস দেখায়নি। এ কি কুরআন মজীদের অলৌকিক মাহাত্ম্য নয়?

কুরআন মজীদে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে

কুরআন মজীদের অন্য একটি অলৌকিক মাহাত্ম্য হলো, এতে ভুরি ভুরি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলো ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে। ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়ে যাওয়া বহু ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝ থেকে মাত্র তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোচনা করছি। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি সূরা আর রহমানের ২০ ও ২১ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত দু'টোতে বলা হয়েছে, 'তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন যে (এক সময়ে) উভয়ে মিলিত হবে। (বর্তমানে) উভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধক রয়েছে, (যার দরুন) এরা একে অন্যের মাঝে প্রবেশ করতে পারে না।' আয়াত দু'টো হলো, 'মারাজাল বাহারাইনি ইয়ালতাকিয়ান, বাইনাহুমা বারযাখুল লা ইয়াব গিয়ান।' এ আয়াত দু'টোতে 'দুই সমুদ্র' বলতে লোহিত সাগর ও ভুমধ্য সাগরকে বুঝানো হয়েছে অথবা প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে বুঝানো হয়েছে অথবা উভয় জোড়াকেই বুঝানো হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, সুয়েজ খাল ভুমধ্য সাগরকে লোহিত সাগরের সাথে সংযোগ করেছে এবং পানামা খাল সংযোগ করেছে প্রশান্ত মহাসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখতে বিশ্ববাসীকে তেরশত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি সূরা আল্ হাশরের ২২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'আমরা যদি এ কুরআনকে কোন পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি নিশ্চয় একে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হতে দেখতে। আর এসব উপমা আমরা মানব জাতির জন্য বর্ণনা করছি যাতে তারা চিন্তা করে।' এ আয়াতে একটি উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের প্রখ্যাত আলেম মৌলানা মালিক গোলাম ফরিদ সাহেব এ আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যে পাষাণ পৌত্তলিক আরবরা বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যে আরবরা পৌত্তলিক পূজা আর্চনায় বিশ্বাসী, যে আরবরা যাযাবর জীবনপদ্ধতিতে পাহাড়ের মত অটল-অনড় ছিল, সেই পাষাণ হৃদয় আরবরাও ইসলামের অতি মহান ও শক্তিশালী শিক্ষার সামনে নতি স্বীকার না করে পারলো না। সূরা হাশরের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গোটা আরব জাহান ইসলাম গ্রহণ করলো।

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি সূরা আল্ হুমাযার ৪ থেকে ১০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ধনসম্পদ জমা করে এবং তা বার বার গণনা করে সে মনে করে তার ধন সম্পদ তাকে অমর করবে। কখনও নয়। সে নিশ্চয় হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে। আর কিসে তোমাকে অবহিত করবে, 'হুতামা' কী? এ হলো আল্লাহ্‌র লেলীহান আগুন, যা অন্তরসমূহের গভীরে গিয়ে পৌঁছবে। নিশ্চয় একে চারদিক থেকে তাদের ওপর বন্ধ করে দেয়া হবে, সুদীর্ঘ স্তম্ভ সমূহে।'

আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেন, একদিন যে আনবিক বোমা আবিষ্কৃত হবে সে সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তিনি বলেন, সূরা 'হুমাযার ৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত 'হোতামা' শব্দের সাথে ধ্বনির দিক থেকে এ্যাটম শব্দের সাদৃশ্য রয়েছে। এ সেই আগুন, যা হৃদয়ে ছোবল মারবে। হৃদয়ে ছোবল মারার জন্য একে এরূপ স্তম্ভে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, যা সুদীর্ঘ হয়ে যাবে। যে এ্যাটমিক উপাদানের মাঝে এ আগুন বন্ধ করে রাখা হয়েছে তা বিস্ফোরণের পূর্বে 'আমাদিন মোমাদ্দাদা' অর্থাৎ সুদীর্ঘ স্তম্ভের আকার ধারন করবে। এর আগুন মানুষের শরীর পুড়িয়ে দেয়ার পূর্বে তাদের হৃদয়ে ছোবল মারবে এবং মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরাও এ কথার সাক্ষী যে এর আগ্নেয় উপাদান পৌঁছার পূর্বেই অত্যন্ত শক্তিশালী বিকীর্ণ রশ্মিতরঙ্গ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।'

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে কিভাবে জাপানের নাগাশাকী ও হিরোশিমায় মাত্র দু'টি আনবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তা আমরা জানি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই আনবিক বোমার ভয়াবহতা কি আকার ধারণ করবে তা একমাত্র খোদাই জানেন। আজকের বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলো যদি এক-অদ্বিতীয় খোদার দিকে রুজু না করে তাহলে তাদের জমানো পাহাড়সম ধনসম্পদ তাদেরকে কখনো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

কুরআন মজীদের যে সব ভবিষ্যদ্বাণী আজো পূর্ণ হয়নি, সেগুলো যে একদিন অবশ্যম্ভাবীরূপে পূর্ণ হবে এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। কেননা আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল্ বাকারার শুরুতেই এই বলে ঘোষণা দিয়েছেন, 'আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি।' অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। এই হলো সেই কামিল কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই।' কাজেই সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই কামিল কিতাবের সব ভবিষ্যদ্বাণীই যে যথাসময়ে পূর্ণ হবে তাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

কুরআন সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর গ্রন্থ থেকে দু'টি উদ্ধৃতি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'আমরা একথার সাক্ষী আর দুনিয়ার সামনে এ সাক্ষ্য দান করছি যে, আমরা সেই সত্যতা যা খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় তা পেয়েছি কুরআন থেকেই। আমরা সেই খোদার আওয়াজ শুনেছি এবং তাঁর শক্তিশালী মহাবাহুর নিদর্শন দেখেছি, যিনি কুরআন প্রেরণ করেছেন। অতএব আমরা দৃঢ় ঈমান এনেছি যে, তিনিই সত্য খোদা এবং তিনিই সমস্ত জগতের অধিপতি। সুতরাং আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতেই সবাইকে এই ধর্ম এবং এই আলোকের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। এটাই একমাত্র পথ, যে পথে চলে মানুষ প্রবৃত্তির তাড়না এবং অহমের অন্ধকার থেকে ঠিক সেভাবে বেরিয়ে আসে যেভাবে বেরিয়ে আসে সর্প তার খোলস থেকে।' (কিতাবুল বারীয়া, পৃষ্ঠা ৬৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, 'সেই যে খোদা, যাঁর সাথে মিলনে মানুষ নাজাত অর্থাৎ পরিত্রাণ লাভ করে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ লাভ করে, তাঁকে কুরআন শরীফের আনুগত্য ছাড়া কোন মতেই পাওয়া যায় না।' (ইসলামী উসুল কি ফিলসফী, পৃষ্ঠা ১২৮)

খোদার সাথে মিলনে মানুষ যে নাজাত লাভ করে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ লাভ করে তা পরিপূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব কেবল 'নফ্‌সে মুতমাইন্না' (শান্তি প্রাপ্ত আত্মা) এর পর্যায়ে পৌঁছার মাধ্যমেই, যে ভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'ইয়া আইয়্যাতুহান নাফ্‌সুল মুতমাইন্নাতুরজেয়ী ইলা রাব্বিকি রাজিয়াতাম মারজিয়া, ফাদখুলী ফি ইবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতী।' আমরা সবাই যেন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারি তাঁর দরবারে এ বিনীত দোয়া করে কুলকিনারা বিহীন বিষয়টির ওপর লেখাটি শেষ করছি।

নাজির আহমদ ভুঁইয়া

আহমদীয়তের পক্ষে ঐশী সাহায্যের দৃশ্যাবলী

মূল ঃ মোহতারাম মুহাম্মদ উমর, নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ, কাদিয়ান

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে বলেন : নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলকে এবং মু'মিনদেরকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করবো এবং সেদিনও (সাহায্য করবো) যখন সাক্ষীরা দাঁড়াবে' (সূরা মু'মিন ঃ ৫২)।

এর বিপরীতে অন্য স্থানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : 'আর তোমার পূর্বের রসূলদেরকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। ফলে তাদের মাঝ থেকে যারা হাসিবিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে তা-ই ঘিরে ফেলছিল যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। এরপর দেখ, (সত্যকে) প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?' (সূরা আনআম ঃ ১১-১২)।

সম্মানিত বন্ধুগণ! কুরআন মজীদের এ দু'টি আয়াতের আলোকে এ অধিবেশনে খুবই সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

ধর্মীয় বিশ্বে গাছপালার উদাহরণ প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। পুণ্য আন্দোলনকে ধর্মীয় পুস্তিকাদিতে সজীব বৃক্ষের সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সাইয়্যেদেনা হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম নিজ জামাআতকে এভাবে সম্বোধন করেছেন।

'তোমরা, হে আমার প্রিয়রা! আমার অস্তিত্বরূপ বৃক্ষের সবুজ শাখা-প্রশাখা! খোদার কৃপায় তোমরা যারা আমার বয়আতের শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ' (আল্ ওসীয়্যত)।

কুরআন হাকীমও খুবই উত্তমভাবে এবং সুন্দরভাবে আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলকে পবিত্র বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে।

অতএব (কুরআন করীম) বলেছে ঃ

'তুমি কি লক্ষ্য কর নি, আল্লাহ্ কিভাবে একটি পবিত্র কথাকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলে উপমা বর্ণনা করেছেন। এর শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে (বিস্তৃত) রয়েছে? তা নিজ প্রভুর অনুমতিক্রমে সদা ফল দিচ্ছে (সূরা ১৪ ঃ ২৫-২৬ আয়াতাংশ)

এর বিপরীতে মন্দ কথাবার্তা এবং এর পরিণাম সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

'আর মন্দ কথার উপমা মন্দ বৃক্ষের ন্যায়। একে ভূমির ওপর থেকে উৎপাটিত করে দেয়া হয়। এর কোন অস্তিত্ব নেই' (সূরা ১৪ ঃ ২৭)।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন,

'তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ। এটা ভূমিতে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেন, 'এ বীজ বাড়বে ফুল দেবে এবং প্রত্যেক দিকে এর ডাল-পালা ছড়িয়া পড়বে এবং এক মহামহীরুহে পরিণত হবে' (আল্ ওসীয়্যত)।

বন্ধুগণ! এ পবিত্র বৃক্ষ অর্থাৎ আহমদীয়া আন্দোলন। এটা যখন **আখ্‌রাজা শাত্‌আহু** (অর্থাৎ অঙ্কুর বের করবে) প্রক্রিয়ায় কুঁড়ির আকারে ছিল তখন বিরুদ্ধবাদীরা ও অস্বীকারকারীরা একে দলিত মথিত করার জন্যে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ কুঁড়ি বড় হয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হচ্ছে। এর সাথে সাথে লিইয়াগিযা বিহিমুল কুফ্‌ফার (অর্থাৎ কাফিরদের ক্রোধান্বিত করার) প্রক্রিয়ায় অস্বীকারকারীদের ক্রোধ ও রাগ অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু অন্যদিকে খোদা তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি **ইন্না নানসুরু রসূলানা ওয়াল্লাযীনা আমানূ** (অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আমাদের রসূল ও মু'মিনদের সাহায্য করবো) অনুযায়ী আহমদীয়তের পক্ষে ঐশী সাহায্যের দৃশ্যাবলী দেখিয়ে যাচ্ছেন।

এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আহমদীয়তকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় আলেম বলে কথিত কোন কোন লোক প্রবল জোর লাগিয়েছিলেন। আর তাদের সবাইকে খুবই লাঞ্ছনার সাথে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়েছিল। এদের কেবল এক ব্যক্তির কথা এখানে বলাই যথেষ্ট মনে করছি। তিনি ছিলেন সত্যের বিরোধী এবং আহমদীয়াতের কঠোর শত্রু মৌলভী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী। তিনি আহমদীয়াতকে ধ্বংস করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম যখন ইন্তেকাল করলেন তখন এ মৌলভী সাহেব জামাআতে আহমদীয়ার অস্তিত্ব বিলোপ সাধনের জন্যে মুসলমানদের এমন একটি সহজ পদ্ধতি বলে দিলেন অর্থাৎ তার পত্রিকা ওকীল-এর ১৯০৮ সনের ১৩ই জুনের সংখ্যায় তিনি লিখলেন ঃ

'আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে তাহলে আমি খোদার জন্যে এটা বলতে প্রস্তুত, মুসলমানরা যদি পারে তাহলে মির্যার সব পুস্তক সমুদ্রে না হলে কোন তন্দুরে যেন নিক্ষেপ করে। এখানেই শেষ নয় বরং ভবিষ্যতে কোন মুসলিম বা অমুসলিম ঐতিহাসিক হিন্দুস্তানের ইতিহাসে বা ইসলামের ইতিহাসে তার নাম পর্যন্ত যেন না লেখে'।

কিন্তু এর বিপরীতে খোদা তাআলা কি সিদ্ধান্ত করেন। নিম্নে দেখুন ঃ

মৌলভী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর জীবনচরিত লেখক মৌলভী আব্দুল

মজীদ সোহরাওয়ার্দী ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির সময় পাঞ্জাবে জাতিগত দাঙ্গার অবস্থা বর্ণনা করার পর লেখেন ঃ

'মাওলানা মোহতরম ছিলেন শহরে সম্ভ্রান্ত লোকদের একজন। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদের মালিক। হাজার হাজার টাকা নগদ ছিল। (কিন্তু দাঙ্গার সময়) কেবল মাত্র ৫০ টাকা তাঁর পকেটে ছিল। সাধারণ কাপড় পরিধান করে সে অবস্থাতেই পরিবার পরিজন নিয়ে বাড়ী থেকে বের হন।

তাঁর বাড়ী ছাড়তেই হয়েছিল। কেননা, বদমায়েশ লুটতরাজকারীরা মালামাল ও অলংকারাদি লুট করে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় ওঁৎ পেতে বসে ছিল।

লুটতরাজকারীরা এ পর্যন্তই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা তাঁর খুব প্রিয় লাইব্রেরীটি, যাতে হাজার হাজার টাকার দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তকাদি ছিল আর যেগুলো তিনি খুব পরিশ্রম ও খুব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে একত্র করেছিলেন এবং কিনেছিলেন তা জ্বালিয়ে দেয়। পুস্তকাবলী পুড়ে যাওয়ার শোক মাওলানার কাছে একমাত্র পুত্রের শহীদ হওয়ার চেয়ে কম ছিল না। এসব পুস্তিকাদি হযরতের জীবনের উপজীবিকা ছিল....এ আকস্মিক শোক জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যথিত করতে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণও এই শোকই। এক দিকে পুত্রের আকস্মিক শাহাদত এবং অন্য দিকে মহামুল্যবান পুস্তক ভস্মীভূত হওয়া। সুতরাং এ দুটো শোক অল্প সময়ের মাঝেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটায়" (সীরাতে সানাই, প্রণেতা মৌলভী আব্দুল মজীদ সোহরাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা ৩৮০-৩৯০)।

এখন দেখুন, যে-ব্যক্তি এ অহংকার করেছিল যে মির্যা সাহেবের পুস্তকাদি জ্বালিয়ে ফেললেই আহমদীয়াত চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে যাবে স্বয়ং এ ব্যক্তিরই মহামূল্যবান লাইব্রেরীটি নিজের চোখের সামনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার বেদনাদায়ক দৃশ্যাবলী দেখতে হলো। আর অন্যদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি বিশ্বের কোণে কোণে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফা' তাবিরূ ইয়া উলীল আবসার (হে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা! এথেকে শিক্ষা গ্রহণ কর)।

এরপর দেখুন ঃ

১৯৩৪ সনে আহরারী জামাআত প্রভৃতি তথাকথিত ইসলামী জামাতের ছত্র ছায়ায় এক মারাত্মক উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ায়। এদের মাঝে কেউ কেউ বলে, আমরা আহমদীদের সমূলে উৎপাটিত করে ক্ষান্ত হবো। আবার কেউ বললো, কাদিয়ানকে ধূলায় মিশিয়ে দেবো এবং মিনারতুল মসীহ্কে ধ্বংস করে ছাড়বো। কেউ বললো, আজ থেকে দশ বছর পর সারা বিশ্বে নামসর্বস্বও কোন আহমদীকে দেখতে পাওয়া যাবে না। আবার কেউ গর্ব ভরে বললো, মির্যাইয়াত-এর বিরোধিতা করার জন্যে বহু লোক দাঁড়িয়েছে। কিন্তু খোদা এটাতেই সম্মতি দিয়েছেন যে, তারা আমাদের হাতে ধ্বংস হবে। এ ধরনের সব দাবী ও লম্ফ ঝম্পের উত্তরে সে সময় জামাআতে আহমদীয়ার ইমাম হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) খুবই প্রতাপপূর্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

'তোমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে যাও এবং দিনরাত পরিকল্পনা করতে থাক এবং নিজেদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাও আর নিজেদের সাকল্য শক্তি একত্র করে আহমদীয়তকে মিটিয়ে ফেলতে দাঁড়িয়ে যাও। এরপরও স্মরণ রাখো, তোমরা লাঞ্ছিত ও নিন্দিত হয়ে মাটিতে মিশে যাবে। ধ্বংস ও বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আর খোদা আমাকে ও আমার জামাআতকে বিজয় দিবেন। কেননা, খোদা যে পথে আমাকে দাঁড় করিয়েছেন তা বিজয়েরই পথ। যে শিক্ষা আমাকে দান করেছেন তা সফলতার মার্গে পৌঁছায় এবং যেসব উপায় উপকরণ অবলম্বন করার সৌভাগ্য তিনি আমাকে দিয়েছেন তা সফলতা ও আশাব্যঞ্জক। এর বিপরীতে আমাদের শত্রুদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে এবং আমি তাদের বিফলতাকে তাদের নিকটবর্তী আসতে দেখতে পাচ্ছি' (আল্ ফযল, ৩০ মে, ১৯৩৫)।

বন্ধুগণ! আজ পর্যন্ত আহমদীয়াতের ইতিহাস এ সাক্ষ্য দিচ্ছে, সব রকম কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও কিভাবে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণ ও আশিস মুষল ধারে বর্ষিত বারিধারার ন্যায় অবতীর্ণ হয়ে চলেছে। পার্থিব দৃষ্টিতে একেবারেই দুর্বল ও তাৎপর্যহীন মনে করা হয় এ জামাআতকে। অথচ এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এসব ধারাবাহিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং শত্রুতার ফলে অগ্রযাত্রা এবং কেবল অগ্রযাত্রাই যে অব্যাহত রয়েছে এ সত্য কারও কাছে গোপনীয় থাকে নি । আফগানিস্তানের শাহ হোক, মিশরের বাদশাহ্ ফারুক হোক, শাহ্ ফয়সাল হোক, যুলফিকার আলী ভুট্টো হোক, যিয়াউল হক হোক, মোট কথা উচ্চ থেকে উচ্চতর পদের লোকই হোক না কেন, জামাআতে আহমদীয়ার মোকাবেলায় খিলাফতে আহমদীয়ার মোকাবেলায় নিজেই স্লেটের লেখার ন্যায় মুছে যেতে থাকবে। বিশ্বব্যাপী বিরোধিতা সত্ত্বেও আহমদী জামাআত খোদা তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতার ছায়াতলে **ওয়ালা ইউবাদ্দিলান্নাহুম মিমবা'দি খওফিহিম আমনা** (এবং অবশ্যই ভয়ের পর নিরাপত্তায় বদলে দিবেন) ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিজয় এবং সফলতার ক্ষেত্রে ক্রমাগত সামনে পদক্ষেপ রাখতে চলে যাচ্ছে।

বন্ধুগণ! আমরা যখন আহমদী জামাআতের মাধ্যমে বিশ্বের কোণে কোণে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী পূর্ণতার কথা বলি এবং আমরা যখন খোদাপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এ দাবী করি, অদূর ভবিষ্যতে

বিশ্বের সব জাতি-গোষ্ঠী সাইয়্যেদেনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া-সাল্লামের পবিত্র পদপ্রান্তে এসে আশ্রয় নিবে এবং আরববাসী উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আহমদীয়তে প্রবেশ করবে। রাশিয়ার মত এমন বিশাল দেশে সত্যিকার ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে এবং সেখানে বালু কণার ন্যায় কেবল আহমদীদেরই দেখা যাবে তখন কোন কোন লোক ঠাট্টাচ্ছলে পাকিস্তানের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আহমদীদের ওপর যুলুম নির্যাতনের উল্লেখ করতে থাকেন। আমরা তাদের বলতে চাই, জামাআতে আহমদীয়ার শতবর্ষের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে, এটা 'কোণের পাথর'। এর ওপর যা পড়বে এবং যার ওপর এটা পড়বে তা-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বন্ধুগণ! যেভাবে আপনারা অবহিত আছেন, ৮৪-৮৫ সময় কালটি আহমদী জামাআতের জন্যে কত সঙ্কটপূর্ণ এবং পরীক্ষার যুগ ছিল! পাকিস্তান সরকার আহমদী জামাআতকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্যে নিজেদের পুরো শক্তি নিয়োজিত করেছিল। আর বিশ্ব পর্যায়ে একটি সুস্থ চিন্তাপ্রসূত চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সারা বিশ্বে আহমদী জামাআতের বিরোধিতা নিবর্তনমূলকভাবে করা হচ্ছিলো। সুতরাং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক আহমদী জামাআতের বিরোধিতায় যে নির্যাতনমূলক ও অ-ইসলামী অর্ডিনেন্স জারি করেছিলেন এর ওপর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দৈনিক ঝং এর ৯ জুন '৮৪ তারিখের সংখ্যায় লিখেন ঃ

'কাদিয়ান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের অর্ডিনেন্স একটি ঐতিহাসিক ও সাহসী পদক্ষেপ। এটা কাদিয়ানিয়্যতের কফিনে একটি শেষ পেরেক হিসেবে সাব্যস্ত হবে'।

বন্ধুগণ! বিশ্ব দেখে নিয়েছে কার কফিনে পেরেক ঠুকে গিয়েছিল। অন্য দিকে এ অর্ডিনেন্সের পরে খোদা তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের কত মহান এবং ঈমানোদ্দীপক দৃশ্যাবলী বিশ্ব দেখে নিয়েছে! যুগ কুখ্যাত এ অর্ডিনেন্সের পরে সত্যের শত্রুরা পাকিস্তানে ৮টি মসজিদকে বুল ডজার (Bull dozer) দিয়ে শহীদ করেছিল এবং কয়েকটি মসজিদকে আংশিকভাবে ক্ষতি করেছিল এবং আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

এ সময়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) নিজ জামাআতকে এর উত্তম প্রতিশোধ নিতে আদেশ দিয়েছিলেন। এ প্রতিশোধ গয়ের আহমদীদের মসজিদ আক্রমণ করে নয় বরং নতুন মসজিদ নির্মাণ করে যেন নেয়া হয়। অতএব বিশ্ব আহমদী জামাআত এ আহ্বানে লাব্বায়েক বলে সাড়া দেয়। এর ফলে খোদা তাআলা আহমদী জামাআতকে ১৯৮৪ সনের পরে এ পর্যন্ত ১৪,১৩৫টি মসজিদ দান করেছেন। এগুলোর অধিকাংশই মসজিদের ইমাম ও নামাযীসহ জামাতে আহমদীয়াকে দান করা হয়েছে।

খোদা তাআলা যেন এখন বলছেন, হে সত্যের বিরোধীরা! তোমরা আহমদী জামাতের ৮টি মসজিদ শহীদ করে দিয়েছ। কিন্তু এর স্থলে আমি আহমদী জামাআতকে ১৪.১৩৫টি দিতে সর্বশক্তিমান। একটির পরিবর্তে যেন ১৭৯২টি মসজিদ খোদা তাআলা আমাদের দিয়েছেন।

১৯৮৪ এর কুখ্যাত যুগের অর্ডিনেন্সের পরে এখন পর্যন্ত আহমদী জামাতের ওপর খোদা তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের যে দৃশ্যাবলী বিশ্ব দেখেছে তা গুণে শেষ করার নয়। সাইয়্যেদেনা হযরত আমীরুল মু'মিনীনের (আই.) একটি বক্তৃতার আলোকে কেবল এক ঝলক মাত্র বর্ণনা করছি। ২০০০ সনে ১০২ টি দেশে ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮শ' ৮১ জন বয়আত করেছেন। ৯৪৫টি স্থানে নতুন জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮৯ টি স্থানে জামাতের চারা রোপিত হয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে ১৫৩৪টি নতুন এলাকায় আহমদীয়তের চারা গাছ রোপণ করা হয়েছে। এর মাঝে হিন্দুস্তান সবার শীর্ষে। সেখানে ১৮৬ টি নতুন জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত বছর ৯৬ টি মিশন হাউসের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এখন পর্যন্ত খোদার ফযলে ৫৮ টি আন্তর্জাতিক ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত যতটা অনুবাদের কাজ পূর্ণ হয়েছে এর সংখ্যা ২২। ১২টি ভাষার অনুবাদের প্রস্তুতি চলছে।

খোদা তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের ধারা অব্যাহত আছে। এ বছর খোদা তাআলার পক্ষ থেকে বারিধারার ন্যায় যে আশিসসমূহ এবং বিশেষ অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়েছে এগুলোর উল্লেখ হুযূর (আই.) করবেন।

এ সুযোগে একটি বিশেষ ঐশী সাহায্যের ঈমানবর্ধক দৃশ্যের প্রতি বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

পাকিস্তান সরকার এবং সেখানকার ওলামা ধর্মের প্রচার ও তবলীগের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতে গিয়ে আহমদী জামাতের আহ্বানকে মিটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এর ফলে আহমদী বন্ধুগণ আযান পর্যন্ত দিতে পারতেন না এবং কলেমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু** উচ্চকিত করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সাইয়্যেদেনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) বলেন ঃ

'এটা সেই পরিকল্পনা যে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **ইন্নাহুম ইয়াকাদূনা কায়দান** যালেমরা জঘন্য পরিকল্পনা করছে.....কিন্তু আকাশ ও আহ্বান দিচ্ছিল **ওয়া আকিদু কায়দান** হে আমার নিষ্পাপ ও নির্যাতিত বান্দারা! আমিও একটি পরিকল্পনা করছি.....আর দেখ আমার পরিকল্পনা যখন কার্যকরী হবে তখন তাদের পরিকল্পনার পাত্তা থাকবে না।

এখন আকাশ থেকে এম টি এর (MTA) মাধ্যমে খোদা ঘরে ঘরে বাণী পৌঁছানোর যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এটাই হলো ঐশী পরিকল্পনা। এর উল্লেখ এ আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। **ওয়া আকিদু কায়দান** এবং যখন প্রকাশিত হয় তখন শত্রুদেরকে একেবারে নিরাশ ও ব্যর্থ করে রেখে দেয়, (খুতবা জুমুআ, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৯৫)।

এমটিএ প্রসঙ্গে আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল এর ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে একটি হৃদয়গ্রহী খবর প্রকাশিত হয়। আমি এখন তা শুনাতে চাই ঃ

'কোয়েটার এক গয়ের আহমদী মসজিদের পেশ ইমাম ক্বারী এক বন্ধুকে বলেছেন, একদিন একজন মসুল্লী তাকে বলেছেন, তিনি ডিশের মাধ্যমে কাদিয়ানী চ্যানেল দেখেছেন। এতে এক কাদিয়ানী মৌলভী আছেন। তিনি ভাল ভাল কথা বলেন [এখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে]। তিনি বলেছেন, আমি আজ পর্যন্ত এমন একজন মৌলভী দেখি নি যেভাবে তিনি কুরআন, হাদীস এবং পুণ্যের কথাবার্তা বলেন। এসব অন্তরে গেঁথে যায়। আমাদের মাঝে এমন মৌলভী নেই কেন? এ পেশ ইমাম ক্বারী সেই মুসল্লীকে বলেন, 'আসলে আপনারা আমাদের বেতন খুব কম দিয়ে থাকেন। তাই আমরা এমন সব কথা বলতে পারি না'।

প্রসঙ্গত একথা এসে গেল।

খোদা তাআলা কুরআন মজীদে যে বলেছেন, **ওয়াসতামি' ইয়াওমা ইউনাদিল মুনাদি মিম মাকানিন ক্বারীব** অর্থাৎ সেদিন মনোযোগ দিয়ে কথা শুনো যখন এক আহবানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে (সূরা ক্বাফ ঃ ৪২)। এ ভবিষ্যদ্বাণী এম টি এ-র মাধ্যমে পূর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরে এম টি এর প্রবেশ করার মাধ্যমে যেন ঐশী আহ্বানকারী সবাইকে নিকট থেকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

তদুপরি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম এর ঘোষণা ঃ **'ইসমাউ সাওতাস্ সামায়ি জায়াল মাসীহ্ জায়াল মাসীহ্'** অর্থাৎ তোমরা ঐশী আহ্বান শোন! মসীহ্ এসেছেন, মসীহ এসেছেন–এম টিএ-র মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

এভাবে খোদা তাআলার এ অঙ্গীকার আমি তোমার প্রচারকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেব। খুবই জাঁকজমকের সাথে পূর্ণ হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা করার এখানে সুযোগ নেই। এভাবে সৈয়্যদেনা হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর এক মহান ভবিষ্যদ্বাণীও এর মাধ্যমে পূর্ণ হওয়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর খুতবা ইলহামীয়াতে বলেন ঃ

ওয়া তাবলুগু দাওয়াতুহু ওয়া হুজ্জাতুহু ইলা আক্বতারিল আরযি বি আসরা'ই আওক্বাতিন কাবারক্বিন ইয়াবদু মিন জিহাতিন ফা ইযা হিয়া মুশরিক্বাতান ফী জিহাতিন।

অর্থাৎ তাঁর আহ্বান ও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ বিশ্বের চতুর্দিকে শীঘ্র বিস্তার লাভ করবে সেই বিদুত্যের মত যা এক লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়ে একবারে সবদিকে চমকিয়ে দেয়।

(১) ফা যালিকা ইয়াকূনু ফী হাযায যামানি (২) ফালইয়াসমা' মাঁইয়াকুল্লাহু উযনানি (৩) ওয়া ইউন ফাখু ফিস্সূরি লি ইশাআতি নূরি (৪) ওয়া ইউনাদিত্তাবাই'উস্ সালিমাতুল্লিল ইহ্তিদাই

(৫) ফাইয়াজতামি'উ ফিরাকুশ্ শারকি ওয়াল গারবি ওয়াশ্ শিমালি ওয়াল য়ুনূবি বি আমরিল্মিন হাযরাতিল কিবরিয়াই।

অর্থাৎ এ অবস্থাই এ যুগে ঘটবে। অতএব শুনে নাও যাকে দু'টি কান দেয়া হয়েছে। আলোর প্রচারের জন্যে বাঁশিতে ফুঁ দেয়া হবে এবং প্রশান্ত চিত্তের ব্যক্তিদের হেদায়াত পাওয়ার জন্যে ডাকা হবে। আর সেই সময় পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ এবং উত্তরের দলগুলো খোদার আদেশে সমবেত হয়ে যাবে (খুতবা ইলহামীয়া, পৃষ্ঠা ১৯১)।

কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই এ মহান ভবিষ্যদ্বাণী এম টি এর প্রতি আরোপ করা যায়। এখানে বাঁশি দ্বারা 'অডিও' এবং আলো দ্বারা 'ভিডিও' বুঝানো হয়েছে। যদিও এ উভয় মাধ্যমেই যুগ-খলীফার খুতবা ও বাণী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে শুনানো এবং দেখানো হয়ে থাকে। এখন বিশ্বের চারদিকের লোক এক স্থানে সমবেত হয়ে যায়।

বন্ধুগণ! আহমদীয়তের পক্ষে খোদা তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের একটি মহান দৃশ্য এম টি এ আরাবীয়া-৩ এর মাধ্যমে আরব দেশগুলোতে সৃষ্ট আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মাধ্যম আমরা দেখতে পাচ্ছি ঃ

অর্থাৎ খোদা তাআলার অনুগ্রহ এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনে এম টি এতে আরববাসীদের জন্যে একটি নতুন চ্যানেলের সূচনা হয়েছে। এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বাণী ও তাঁর খলীফাগণের খুতবা ও বক্তৃতাদি আরবীদের ঘরে ঘরে শুনা যাচ্ছে।

একটি ব্যাপক সময় ধরে আরব দেশগুলোতে আহমদী জামাআতের বিরুদ্ধে অসত্য ও মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এখন এ আরবী চ্যানেল সব আরব দেশের প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রবেশ করে বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দূর করার যুগের সূচনা হয়ে গেছে। আর এখন আহমদীয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় আরব লোকেরা আলোকিত হতে থাকবে।

এ প্রোগ্রামের সূচনা করতে গিয়ে সাইয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আই.) বলেন ঃ

'এম টি এ'র মাধ্যমে আরব দেশগুলোর জন্যে একটি নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে। এ-ও আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য সমর্থনের সাথে হচ্ছে। আর এজন্যে আল্লাহ্

তাআলা (নিজের এক ইলহামের মাধ্যমে) মোবারকবাদ শ' শ' মোবারক দিয়েছেন.....আহমদী জামাআতের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য সমর্থনের এ উড্ডীয়মান ধারা অতি শীঘ্র ইনশাআল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বকে নিজের মাঝে আত্মস্থ করে নিবে'।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম–আমি তোমার একনিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রেমিকদের দল বৃদ্ধি করবো–অনুযায়ী আরব দেশগুলোর আহমদী বন্ধুগণের প্রেম ও ভালবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলা যে অঙ্গীকার করেছেন, 'আমি তোমার প্রেমিক দলকে সৃষ্টি করবো' সেই বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। আর এখন আরব বিশ্বেও এসব প্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ্ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর এক সময় আসবে যখন সারা আরব একই উম্মতে পরিণত হয়ে এক হাতে সমবেত হবে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে একাত্ম হয়ে এক সুরে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপর দুরূদ ও সালাম পাঠাতে থাকবে।

হুযূর (আই.) বলেন, অতএব এম টি এ'র এই যে ৩ চ্যানেল এ-ও খোদা তাআলার সাহায্য সমর্থনের এক নিদর্শন। আর এসব একথার ইঙ্গিত বহন করে, সেই সময় দূরে নয় যখন ইসলাম ও আহমদীয়তের পতাকা সারা বিশ্বে উড্ডীন হবে (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ইউ, কে, তারিখ ২৫/৫/০৭)।

সম্মানিত বন্ধুগণ! এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে অচিরেই তা পূর্ণ হবে। তিনি (আ.) বলেন ঃ

ইন্নী আরা আন্না আহলা মক্কাতা ইয়াদখুলূনা আফওয়াজান ফী হিযবিল্লাহিল ক্বাদিরিল মুখতার-ওয়া হাযা মির রব্বিস্ সামাই-'আজীবুন ফী আ'ইউনি আহলিল আরযীন অর্থাৎ আমি দেখছি, মক্কাবাসীরা দলে দলে শক্তিশালী খোদার দলে প্রবেশ করবে। এটা আকাশের খোদার পক্ষ থেকে। আর পৃথিবীর লোকদের দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক (নূরুল হক, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১০)।

আরও বলেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানহু সংবাদ দিয়েছেন ঃ

ইউসাল্লুনা 'আলাইকা সুলাহাউল 'আরাবি ওয়া আবদালুশ্ শামি ওয়া ইউসাল্লি 'আলায়কাল আরযু ওয়াস্ সামাউ ওয়া ইউহ্ মিদুকাল্লাহু মিন 'আরশিহী

অর্থাৎ তোমার প্রতি আরবের পুণ্যবান বান্দারা এবং সিরিয়ার ওলীগণ আশিস বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী ও আকাশ তোমার প্রতি আশিস বর্ষণ করছে আর আরশ থেকে আল্লাহ্ তোমার প্রশংসা করছেন [মকতুবাত হযরত মসীহে মাওউদ (আ.), আল্ হাকাম, খন্ড ৫, ৩১ আগষ্ট, ১৯০১ খৃঃ)।

সম্মানিত বন্ধুগণ! এ কেবল আমাদের কল্পনা বিলাস নয় বরং এর ওপর আমাদের পরিপূর্ণ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। খোদা তাআলাই এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সব জাতি সাইয়্যেদনা হযরত মুহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র পদযুগলে এসে আশ্রয় নিবে। আরববাসী উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আহমদীয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামে প্রবেশ করবে এবং সিরিয়ার ওলীগণ ইসলামের বিজয় দেখে স্বত:স্ফূর্তভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ প্রতাপপূর্ণ সন্তান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আশিস পাঠাবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে অধম সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.)-এর বক্তৃতার একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে নিজ বক্তব্য শেষ করছি। হুযূর (রাহে.) ১৯৯৪ সনের সালানা জলসায় বলেছিলেন ঃ

'খোদা তাআলার আশিস ও অনুগ্রহের সাথে খোদা তাআলার আশিস ও অনুগ্রহ এতটা যোগ হচ্ছে যে, এর গণনা করা সম্ভব নয়। এগুলো একত্র করা বা লিখিতভাবে বা বক্তৃতার মাধ্যমে আয়াত্তাধীন করা অসম্ভব.....যে গতিতে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ সামনে বৃদ্ধি পাচ্ছে মনে হয় কয়েক বছরের মাঝেই বিশ্বে মহান বিপ্লবসমূহের ভিত্তি রচনা করে দিবে। আমরা যা দেখছি তা-ও দৃষ্টিগুলোকে স্নিগ্ধ করে এবং অন্তরগুলোকে প্রশংসায় ভরে দেয়। আর আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা কিভাবে গণনা করবো? আল্লাহ্ তাআলারই মাহাত্ম্য! তিনি নিজ অনুগ্রহে ও করুণার সাথে আমাদের এ সৌভাগ্য দিলে কৃতজ্ঞতার কিছুটা দায়িত্ব পালন হতে পারে নচেৎ মানুষের সাধ্যই আর কতটা।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) বলেন,

'(হে আহমদী যুবকবৃন্দ!) আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের সাথে, সাহসের সাথে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে, ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করতে করতে ইসলামের উন্নতির লক্ষ্যে রাজপথে ক্রমাগত সামনে এগুতে চলে যাও। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সাহায্য ও সহায়তাকারী হোন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সাহায্য ও সমর্থনকারী হোন। তাঁর করুণার ছায়া, তাঁর পথ প্রদর্শনের কল্যাণ সব সময় আমাদের ওপর বর্ষিত হতে থাকুক এবং আমাদের সাথী হোক। আল্লাহ্ এমনটিই করুন এবং শীঘ্র শীঘ্র করুন।।

ওয়া আখেরু দাওয়ানা 'আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (আর আমাদের শেষ দোয়া হলো সব প্রশংসা গোটা বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্র)।

(যুক্ত রাজ্যের ২০০৭ সনের সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ)

অনুবাদ–**আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

কেবলমাত্র একটি দলই নাজাত প্রাপ্ত

পবিত্র কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য কি কি পুরস্কার নির্ধারিত আছে তা বর্ণনা করেছেন। একই ভাবে ঈমান এবং আমলে সালেহার উপর যারা প্রতিষ্ঠিত নয় তাদের বিষয়েও বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা আল আসরে মহান আল্লাহ্ তাআলা মহাকালের শপথ / সায়হু কালের শপথ নিয়ে বলছেন যে নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং আমলে সলেহ অর্থাৎ সৎকর্ম করে তারা ব্যতিত সকলেই ক্ষতির মধ্যে আছে। এমনই ভাবে সূরা নূরের ৫৬ নং আয়তে বলা হয়েছে যে "যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে তাদের মধ্যে তিনি (ক) খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন। (খ) (যার ফলে), তারা তাঁর ধর্মের উপর দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে (গ) তাদের ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিণত করা হবে এবং (ঘ) তারা কারো শরীক করবে না। আর বাকী অন্যরা হবে দৃষ্কৃতকারী।"

সূরা নূরের এই আয়াতে বর্ণিত পুরস্কারটির এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট এই যে, পুরস্কারটি কোন ব্যক্তি পর্যায়ের বিষয় নয় বরং সমিষ্টিগত ভাবে একটি দলকে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং অন্য সকলে এটা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

এই অনন্য সাধারণ পুরস্কারটি লাভের জন্য অর্থাৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমান নেতৃবৃন্দের অনেকেই বহুভাবে চেষ্টা তদবীর ও আন্দোলন-সংগঠন করে আসছেন। কিন্তু এই সব আন্দোলনের উদ্দোক্তাবৃন্দ খেয়াল করেন নি যে খিলাফত ব্যবস্থা আল্লাহ্র একটা নিয়ামত, একটি ঐশী পুরস্কার। জাগতিক কোন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা অর্জন করার কোন বিষয় নয়। তাই তাঁরা বারবার এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া এ আন্দোলনে তাঁরা কেউ সফল হয়েছেন বলে দাবীও করেন না। তবে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, যাদেরকে অনেকে একটি বিকৃত নামে অর্থাৎ কাদিয়ানী নামে ডেকে থাকেন, (যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষার বিরোধী) বিগত ১০০ বছর ধরে দাবী করে আসছে যে, তারা একটি ঐশী জামাআত এবং পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের অঙ্গীকার অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা এই জামাআতের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই ঘোষণা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে।

১৮৮৯ সনে আহমদীয়া জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয় আর স্বয়ং আল্লাহ্ এ জামাআত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং খোদা তাআলা সর্বদাই এই জামাআতকে সাহায্য করে আসছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ১৮৮০ সনে ৪৫ বছর বয়স থেকে ১৯০৮ সনে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বছরের অধিককাল ধরে ক্রমাগত ভাবে বলে এসেছেন যে খোদা তাঁর সাথে কথা বলেন। এই সময়কালের মধ্যের ঘটনাবলী এবং পরবর্তী ১০০ বছরের ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে খোদা সর্বদা এই জামাআতের বিশ্বস্থ্য সাথী হিসাবে সাহায্য করে এসেছেন।

প্রিয় ভ্রাতা, জগতে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে থাকে কিন্তু বিভন্ন প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার কারণে তা লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। আহমদীয়া জামাআতের বিষয়টিও এমনি একটি ঘটনা।

আহমদীয়া জামাআতের বিগত ১১৮ বৎসরের ইতিহাস সাফল্য আর আল্লাহ্র সাহায্যে বেড়ে উঠার ইতিহাস। জামাআতের জন্মলগ্ন থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছেন মুসলমান আলেম সমাজসহ অন্যান্য ধর্মের নেতৃবৃন্দ। বিরোধিতার এমন কোন পন্থা নাই যার তাঁরা অবলম্বন করেন নি। এমন কি রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলাফল কী হয়েছে? খোদা তাআলা বিরোধিতাকারীদের এমন ভাবে পাকড়াও করেছেন যে সাফল্য দুরে থাক তাদের অনেকের নাম নিশানা পর্যন্ত আজ নাই, প্রায় সকলেরই লাঞ্ছনাজনক পরিণতি হয়েছে। অপর দিকে এক অজ গন্ডগ্রাম থেকে আল্লার নামে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামে মানুষকে ডাক দিলেন এবং শত বিরোধিতা সত্বেও সাফল্যই তাঁর নিত্য সঙ্গী হয়ে থাকলো। মৃত্যু কালে যিনি তিন লক্ষাধিক অনুসারী রেখে গেছেন। আর বর্তমানে তাঁর খলীফার মাধ্যমে পরিচালিত জামাআতের সদস্য সংখ্যা বিশ কোটিরও অধিক। পৃথিবীর ১৯০টি দেশ ব্যাপী এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লিখিত পুস্তকে তিনি বলেন যে, তাঁর (আ.) আগমন আল্লাহ্র তরফ থেকে একটি কুদরত বিশেষ, এবং তাঁর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলার দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ ঘটবে। সুতরাং তিনি তাঁর শিষ্য মন্ডলীকে আল্লাহ্ তাআলার দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ খিলাফতের বিকাশের স্বার্থে, তাঁর আসন্ন মৃত্যুতে শোক না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে গিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছিল অর্থাৎ ২৬শে মে ১৯০৮ তারিখে আহমদী জামাআতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ইন্তেকাল করার পর তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর অনুসারি বৃন্দ একজন খলীফার অধীনে একত্রিত হন। এর পর থেকে নিরবাচ্ছিন্ন ভাবে

এই জামাআতে খিলাফত ব্যবস্থা বিদ্যমান। বর্তমানে এই জামাআতের ৫ম খলীফা হিসাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। সুতরাং এই জামাআত আগামী ২৭শে মে ২০০৮ তারিখে শতবর্ষ খেলাফত জুবিলী পালন করতে যাচ্ছে।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, এ লেখাটি ঈমান আনয়নকারী এবং আমলে সালেহদের সম্বোধন করে শুরু করা হয়েছিল। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের আলোকে দু'টি দিক সামনে রাখা হয়েছিল, হয় আপনি খেলাফতের ছায়ার আশ্রয়ে থাকবেন অথবা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি কেন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবেন? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যারা বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে না।

মানবজাতির সামনে আজ দু'টি পথ, হয় তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের আশ্রয়ে থাকবে নয়তো আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ১৮৮০ সন থেকে ১৯০৮সনে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বছরের অধিক কালধরে ক্রমাগত ভাবে বলে এসেছেন যে খোদা তাঁর সাথে কথা বলেন। তাঁর এই দাবির অনুকুলে খোদা তাআলা সর্বদাই তাঁকে সাহায্য করে এসেছেন। আল্লাহ্ সূরা হাক্কার ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর জীবন শিরা কেটে দেন নি। মনে রাখতে হবে যে তিনি খোদার নামে তাঁর সমস্ত কথা বলেছিলেন। খোদাদ্রোহী বা ধর্ম বিরোধী বা নাস্তিককে আল্লাহ্ তাআলা এ জগতে পাকড়াও না ও করতে পারেন। কিন্তু খোদার নাম নিয়ে যখন কেউ কথা বলে তখন সূরা হাক্কার সেই ঘোষণা অনুসারে সে ব্যক্তি পার পেতে পারে না। চরম বিরোধিতার মুখেও তিনি অর্থাৎ আহমদী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা বজায় রেখেছিলেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর বিরোধীরা ব্যর্থ ও বিফল হয়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁর তিরোধানের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাআতের মধ্যে তাঁর শিষ্য মন্ডলির মাঝে আল্লাহ্ তাআলা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করে এবং তার নিরবাচ্ছিন্ন এবং সাফল্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রমাণ করে দিলেন এবং এটা সাক্ষ্য প্রদান করলেন যে এ জামাআত তাঁরই প্রতিষ্ঠিত জামাআত। দাবীকারক তাঁরই প্রেরিত পুরুষ এবং রসুলে করীম মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত তাঁরই মাহদী।

পৃথক জামাআত প্রতিষ্ঠার কথা অনেকে মেনে নিতে অহেতুক কষ্ট বোধ করেন, মনে রাখতে হবে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শেষ যুগে ৭৩ টি জামাআতের মধ্যে থেকে একমাত্র একটি জামাআতের কথাই বলে গেছেন যারা আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত বলে বিবেচিত হবে। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ দিতে গিয়ে, তাঁর আগমন বার্তা শুনা মাত্র প্রয়োজনে বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার কাছে গিয়ে বয়আত হওয়ার জন্য এবং তাঁর কাছে (তাঁর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের) সালাম পৌঁছে দেবার জন্য বলে গেছেন। আর এ জন্যই ইমাম মাহদীর নামের সাথে আলাইহেস সালাম বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে নবীগণের বিবরণ দেখুন, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিষয়ে কি লিখা আছে দেখুন। বিরুদ্ধবাদীগণ যখন কোন যুক্তি, কোন নিদর্শন বিবেচনা করতে রাজী হয় না, তখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা অপেক্ষা কর আমরাও অপেক্ষা করছি।

আপনারা জানেন, চার কুল সূরার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের সমাপ্তি টানা হয়েছে। প্রথম কুল অর্থাৎ (১০৯ নং সূরা) কাফেরুনে বলা হয়েছে তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আমার ধর্ম আমার জন্য। অনেকে এই বাক্যের দোহাই দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চান এবং ধর্ম বিষয়ক আলোচনা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত করতে চান। প্রকৃতপক্ষে এটা কোন আপোষমূলক ঘোষণা নয়, বরং এটি একটি চ্যালেঞ্জমূলক ঘোষণা, কারণ উক্ত (কুল) সুরার অব্যবহিত পরের ১১০ নং সূরা অর্থাৎ সূরা নসর-এ সত্যিকার আল্লাহ্‌র দলের বিজয়ের সংবাদ এবং পরবর্তী ১১১ নং সূরা অর্থাৎ সূরা লাহাব-এ খোদার বিরাগভাজন দলের পরিণতির সংবাদ দেয়া হয়েছে। অতঃপর অপর তিনটি কুল সুরার মাধ্যমে কুরআনের সমাপ্তি হয়েছে।

অর্থাৎ পবিত্র ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যারা অস্বীকার করে তাদের বিষয়টি মহান আল্লাহ্ তাআলার হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। ফলাফল যা হবার চিরদিন তাই হয়েছে। আল্লাহ্‌র নামে সত্যিকার আহ্বানকারী, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাকার সত্যিকার দাবীকারী যিনি, আল্লাহ্ তাকে পরিণামে বিজয় ও সাফল্য দান করেছেন আর শত্রু পক্ষের পরিণাম হয়েছে বিফলতা, পরাজয় আর লাঞ্ছনা।

প্রিয় ভ্রাতা! কোন বিষয়ের মীমাংসা মহান আল্লাহ তাআলার হাতে ছেড়ে দেয়ার কথা মুখে বলা যত সহজ কিন্তু আসলে তত সহজ নয় কারণ এটা প্রকৃতপক্ষে কোন এক পক্ষের জন্য বিজয় এবং অন্য পক্ষের জন্য আল্লাহ্‌র গজব আহ্বান করার নামান্তর। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে এই মহান বরকতপূর্ণ খেলাফতের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে সত্য বুঝার ও গ্রহণ করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান সিরাজী

বর্তমান বিশ্বে আহমদীরাই সৌভাগ্যশালী

বিশ্বের অসংখ্য মানুষের মাঝে কেবল তারাই সৌভাগ্যশালী যারা বিশ্ব নবী সৈয়্যদেনা হযরত খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আগমনে বিশ্বাস রাখে।

দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে আহমদীরাই প্রকৃত ধর্ম পালন করে যাচ্ছেন আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও সৈয়্যদেনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সুন্নত (আদর্শ) বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছে। শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আহমদীরাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামাআত প্রতিষ্ঠা করে মসজিদ, স্কুল-কলেজ এবং হাসপাতাল নির্মাণ করে মানব সেবার পাশাপাশি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে সত্য ধর্ম ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে। 'কথা বলার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে, যে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং বলে, নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা হামীম সাজদা ঃ ৩৪)।

উল্লেখিত কুরআনী আয়াতের স্বপক্ষে থেকে যারা রীতিমত পুণ্যকাজ সম্পাদন করে কেবল তারাই এরূপ কথা বলতে পারে যে নিশ্চয় আমরা আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ পবিত্র কুরআনের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বর্তমান বিশ্বে আহমদীরাই সামনে অগ্রসর হচ্ছে। যেহেতু পবিত্র কুরআনের নির্দেশ রয়েছে যে,

হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং আনুগত্য কর যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দানের অধিকার প্রাপ্ত তাদেরও। (সূরা আন নিসা ঃ ৬০)

এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, অধিকার প্রাপ্ত কারা? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে, উল্লেখিত আয়াতাংশে উলিল আমর বা আদেশ দানের অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি বলতে বিশেষভাবে ও আধ্যাত্মিক ভাবে বুঝানো হয়েছে ইমামুজ্জামান বা যুগ ইমামকে। মুসলমান মাত্রেরই জানা থাকার কথা যে সৈয়্যদেনা ও মাওলানা হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) বলেছেন ঃ

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভুত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। (আবু দাউদ, মিশকাত)

সহী হাদীসে আরো বলা হয়েছে ঃ

যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে মান্য না করে অর্থাৎ–তাঁর হাতে বয়আত না করেই মৃত্যু বরণ করেছে সে জাহেলিয়াতের বা অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করেছে। (মুসলিম)

এই একটি মাত্র হাদীসই যে কোন ধার্মিক ব্যক্তির হৃদয়কে যুগ ইমামের অনুসন্ধানে ধাবিত করতে যথেষ্ট। কেননা, জাহেলিয়তের মৃত্যু এমন এক দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সব রকমের অকল্যাণ এর মধ্যে নিহিত। অতএব হযরত নবী করীম (সা.)-এর উপদেশ বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রকৃত ইমামের অনুসন্ধানে তৎপর থাকা অত্যাবশ্যক। বস্তুত সেই ইমামের অনুসন্ধানকারী এবং যথা সময়ে সন্ধান প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছেন বর্তমান যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের নিষ্ঠাবান সদস্যগণ অর্থাৎ–আহমদীগণ। সে কারণেই বলা হয়েছে যে বর্তমান বিশ্বে আহমদীরাই সৌভাগ্যশালী। কেননা, আঁ হযরত (সা.)-এর উপদেশ (ওসীয়্যত) বাণীর প্রতি বিশ্বাস ও আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা রেখে বিশ্বব্যাপী সত্য ধর্ম ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত রয়েছে আহমদীগণ। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে একমাত্র কাদিয়ানের অধিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেছেন। উক্ত শতাব্দীতে অন্য কেউ খোদার পক্ষ থেকে ওহী পেয়ে মসীহ্ হওয়ার দাবী করেন নি। অতএব হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে যিনি মুজাদ্দিদ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)। সুতরাং তাঁর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের আয়াতে ইস্তেখলাফ এবং খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত (নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত) পুনরায় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং এই খিলাফত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কিয়ামত পর্যন্ত জারী (কায়েম) থাকবে।

এ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, যুগ ইমাম মুজাদ্দিদে আযম হযরত মসীহ্ মাওউদ ও মাহদী মাওউদ (আ.) মহান আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ মদদ পুষ্ট হয়ে তাঁরই নির্দেশে তৎকালীন অখন্ড ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেন এবং তার দাবীর পক্ষে এবং ইসলামের ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিকৃত অবস্থা সংশোধনকল্পে এবং বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যতা এবং সত্য ধর্ম ইসলামের আসল চেহারা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। এর মধ্যে ২রা নভেম্বর ১৯০৪ সনে সিয়ালকোটে এক বিশাল জনসভায় একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার শিরোনাম দেওয়া হয় 'ইসলাম'। পরবর্তীতে এটাই 'লেকচার সিয়ালকোট' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ডে সন্নিবেশিত হয়। আর সিয়ালকোর্টের সেই বিশাল জনসভায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "পৃথিবীর ধর্মগুলোর ওপর দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয়, ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মে কোন না কোন ভ্রান্তি রয়েছে। এর কারণ এই নয় যে, সে সব ধর্ম প্রথম থেকেই মিথ্যা। বরং এটা এজন্য যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর খোদা তাআলা সেসব ধর্মের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং সে সব এখন এমন বাগানে পরিণত হয়েছে যার কোন মালী নেই আর যাতে পানি সিঞ্চন ও পরিচ্ছন্নতার কোন ব্যবস্থা নেই। সে কারণে ধীরে ধীরে এসব ধর্মে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিতে থাকে এবং সব ফলবান বৃক্ষ শুকিয়ে এর

জায়গায় কাঁটা ও আগাছা বিস্তার লাভ করেছে। ধর্মের মূল হলো আধ্যাত্মিকতা কিন্তু অন্যান্য ধর্মে তা পুরাপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু শুষ্ক শব্দাবলী বাকী থাকে। কিন্তু ইসলামের সাথে খোদা এমন করেন নি। তিনি যেহেতু এ বাগানের চির সবুজ থাকাকে পসন্দ করেছেন তাই তিনি প্রত্যেক শতাব্দীতে এ বাগানে নতুন ভাবে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করেছেন। এবং একে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। যদিও প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে যখনই খোদার কোন বান্দা সংশোধনের জন্য দন্ডায়মান হয়েছেন, অজ্ঞরা তখন তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে এবং কোন ভ্রান্তি এমন যা তাদের প্রথা এবং অভ্যাসের অংশ হয়ে যায় এর সংশোধন তাদের দৃষ্টিতে একান্ত অপসন্দনীয় ঠেকে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সুন্নতকে পরিত্যাগ করেন নি। ভ্রষ্টতার শেষ যুদ্ধে খোদা তাআলা মুসলমানদেরকে উদাসীনতায় পেয়ে স্বীয় প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় স্মরণ করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের সংস্কার প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর আগমনে অন্যান্য ধর্মের ভাগ্যে এ সংস্কার জোটেনি। তাই সে সব ধর্ম মরে যায়। আর সে সব ধর্মে কোন আধ্যাত্মিকতা বাকী থাকে নি। অনেক ভুল-ভ্রান্তি সে সব ধর্মে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়, যেভাবে বহুল ব্যবহৃত কাপড় কখনো না ধোয়া হলে ময়লা ধরে রাখে আর এমন সব মানুষ যাদের আধ্যাত্মিকতার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না এবং যাদের অবাধ্য আত্মা নীচ ও হীন জীবনের কলুষতা থেকে মুক্ত ছিল না তারা নিছক কামনা-বাসনার তাগিদে সেসব ধর্মে অযথা হস্তক্ষেপ করেছে এবং সেগুলোর চেহারা এমন ভাবে বিকৃত করেছে যে, আজ সে সব ধর্মকে ভিন্ন কিছু বলে মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ খৃষ্টধর্মকে দেখ। সূচনাতে কেমন পুত পবিত্র নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ঈসা (আ.) যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন, কুরআনী শিক্ষার তুলনায় তা যদিও অসম্পূর্ণ, কেননা, পরিপূর্ণ শিক্ষার সেটি সময়ও ছিল না আর দুর্বল মানসিক অবস্থা সে শিক্ষা গ্রহণেরও উপযুক্ত ছিল না তথাপি স্বীয় যুগ অনুসারে সে শিক্ষা ছিল অত্যন্ত উত্তম.....। প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে গ্রহণ করতে পেরে এবং তাঁর জামাআতের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারায় নিজেকে অনেক সৌভাগ্যশালী মনে করছি।

মহান খোদা তাআলা আমাদেরকে এমন এক নেতা দান করেছেন যার আশ্রয়ে থেকে আমাদের জীবন ধন্য।

ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ

সংশোধনী

১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৮-এর পাক্ষিক আহমদীর শেষ পৃষ্ঠায় প্রেস রিলিজ-এর তারিখ *১৩ জানুয়ারী ২০০৮-এর* স্থলে **১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৮** পাঠ করতে হবে। মুদ্রণ প্রমাদজনিত ভুলের জন্য আমরা দু:খিত।

আহমদীয়া খেলাফত শত বার্ষিকী জুবিলী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণিকার জন্য লেখা আহ্বান

আগামী ২০০৮ সালের ২৭ মে আহমদীয়া খেলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে একটি স্মরণিকা জামাআতের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হবে। এ স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য খেলাফত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। লেখা অনুর্ধ্ব দু'হাজার শব্দের হতে হবে। লেখা কাগজের একদিকে স্পষ্ট অক্ষরে অথবা কম্পিউটার কম্পোজ করে ১৫ মার্চের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। মরকয থেকে প্রাপ্ত খেলাফত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর উর্দু স্ক্রিপ্ট আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। যদি কেউ অনুবাদ করে প্রবন্ধে ব্যবহার করতে চান তবে এ বিষয় উল্লেখ করে খাকসারের কাছ থেকে কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

অতএব আগ্রহী ভ্রাতাগণ সত্তর লেখা পাঠাবেন যাতে আমরা যথা সময়ে স্মরণিকায় প্রকাশ করতে পারি। নিচে খেলাফত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াবলীর তালিকা দেয়া হল ঃ

১. বিশ্বব্যাপী খেলাফতের কল্যাণ ২. খেলাফতের পদমর্যাদা ৩. খোলাফায়ে রাশেদা (জীবনী ও কার্যাবলী) ৪. খেলাফত চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ৫. খেলাফত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের দায় দায়িত্ব ৬. নবুওয়তের পদাংক অনুসারে খেলাফত ৭. নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত ৮. দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ ও রবুবিয়তের সু-সংবাদ ৯. খেলাফতে আহমদীয়া ও ঐশী সু সংবাদ ১০. খেলাফতে আহমদীয়ার ইতিহাস ১১. আহমদীয়া জামাআতের খলীফাদের জীবনী ১২. আহমদীয়া খলীফাগণের বিভিন্ন জামাআত পরিদর্শন ১৩. আহমদী জামাআতের খলীফাগনের কাশ্‌ফ ও স্বপ্ন ১৪. আহমদী খলীফাগণের দোয়া কবুলিয়তের ঘটনাবলী ১৫. খেলাফতে আহমদীয়া ও জামাআতের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ১৬. খেলাফতে আহমদীয়ার খলীফাগণের বিভিন্ন (নেক কাজের আহ্বান) তাহরীক সমূহ ও এর ফলাফল ১৭. আহমদীয়া খেলাফত বিরোধী আন্দোলন এবং তার পরিণাম ১৮. সর্বব্যাপী দাজ্জালী আন্দোলনসমূহের বিরুদ্ধে আহমদীয়া জামাআতের খেলাফত এক সুরক্ষিত দূর্গ ১৯. বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে আহমদীয়া খলীফাগণের প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ ২০. খেলাফত ব্যবস্থা ও জামাআতের মজলিসে শূরা ২১. নেযামে নও ও ওসীয়্যত (নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা) ২২. নেযামে খেলাফত ও আমাদের দায়িত্বাবলী ২৩. খেলাফতের কল্যাণ ২৪. মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

কাওসার আলী মোল্লা

আহ্বায়ক

খেলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা সাব কমিটি

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা আমাদের প্রিয় ভাষা। বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সবার মাতৃভাষা। এই ভাষার মর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল ধর্মাবলম্বীদের রয়েছে অবদান।

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে মর্যাদায় উন্নীত করতে ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে বহু প্রাণের তাজা রক্ত। মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত দেয়ার যে ইতিহাস বাংলার বীর সন্তানেরা সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। বুকের তাজা রক্তের আখরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাভাষা, সময় পরিক্রমায় ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বন্যায় এবং ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত আব্রুর বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন এই বাংলাদেশ।

অবিভক্ত ভারতের বাংলা ভাষাভাষী জনগণ এবং শান্তি নিকেতনের মনীষীগণ বাংলা ভাষার জন্য প্রথম দাবী তোলেন। বাংলাকে অবিভক্ত ভারতের সাধারণ ভাষা করার স্বপক্ষে ১৯২০ সালে শান্তি নিকেতনে এক সভা হয়, যার সভাপতি ছিলেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সভায় ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার স্বপক্ষে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা তৎকালীণ 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের জনতার মাঝে একই দাবী দাওয়া আবারো উত্থাপিত হয়। এ কারণেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই কবি গুরুকে এ পূর্ব বাংলায় নিষিদ্ধ করে বাঙ্গালী জনতার কাছ থেকে বাংলাকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা পারেনি। বাঙ্গালী তার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ ভাষাকে রক্ষা করেছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, পাকিস্তানের তৎকালিন সময়ের প্রখ্যাত ও সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মীয় নেতা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) পাকিস্তানী শাসক মহলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, **"তোমরা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না। এতে পাকিস্তানের অখন্ডতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে ভাষার জন্য আলাদা মমত্ব ও ভালবাসা রয়েছে।"** (দৈনিক আল ফযল, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৭)

সেই মহান ধর্মীয় নেতাকে লাখো বাঙ্গালী জনতার পক্ষ থেকে লাখো সালাম। তিনি তখন তার দিব্য দৃষ্টি দিয়ে পাকিস্তানের ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং শাসক মহলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' তদ্রুপ শাসকদের কাছে এ সতর্ক বাণীর কোন মূল্যই ছিল না তখন। আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের খলীফা ও মহান ধর্মীয় নেতার উপদেশটির মধ্যে ৪টি বিষয় ছিল। প্রথমত মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদান, দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের উপর উর্দুকে চাপিয়ে না দেয়া, তৃতীয়ত উর্দু নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে পূর্বাঞ্চলটি পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে, শেষটি হলো বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষাকে বিশেষভাবে ভালবাসে।

কিন্তু এই মহান ধর্মীয় নেতার সদুপদেশটির প্রতি ক্ষমতাসীন সরকার কোনই গুরুত্ব দেননি। আর ২১শে মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকার জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, "But let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language" এই ঘোষণার পর চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো।

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী উর্দুভাষী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২-র ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে বলে উঠলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" এই ঘোষণা শোনার পর এর প্রতিবাদে বীর বাঙ্গালীরা রাস্তায় নেমে এলো। ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা মায়ের দামাল সন্তানেরা প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার জন্য জীবন বিলিয়ে দিল। বাধ্য হয়ে সরকার বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে কাগজে কলমে স্বীকৃতি দান করলো। কিন্তু আন্দোলন থামলো না। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত নানারূপে আন্দোলনের ধারা চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এক সাগর রক্তের বিনিময়ে জন্ম নিলো স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা ফিরে পেলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে নিজ মাতৃভূমে।

এ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল আর তা হলো অমর এ রক্তাক্ত একুশের বিশ্ব স্বীকৃতি। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ রোজ বুধবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান সংস্থা UNESCO (ইউনেস্কো) ২১শে ফেব্রুয়ারীকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এবং তা ২০০০ সাল হতে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা নিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এ মহান কার্যাদি এক দিনে সুসম্পন্ন হয়নি এর জন্য অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর

এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে এ বিষয়ে জানছে এবং আরও জানবে। সালাম, রফিক,বরকত, জব্বার আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও দু'লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ পরম শ্রদ্ধায় দেদীপ্যমান সারা বিশ্বের জনগণের কাছে।

অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত শস্য শ্যামল সবুজের সমারোহে ভরা নয়ন জুড়ানো আমার সাধের বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের প্রতিটি ভাষাভাষীর মানুষের গর্বে ধন্য ও প্রাণের সম্পদ। স্বাভাবিক ভাবে একুশ আজ প্রতিটি বাঙ্গালীর অহঙ্কারের প্রতীক। একুশ প্রতিটি স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীর গর্ব, সাহস ও প্রেরণার উৎস। UNESCO (ইউনেস্কো) এর সূদুর প্রসারী সিদ্ধান্তের ফলে একুশ আজ গোটা বিশ্বের সম্পদে দাঁড়িয়েছে।

সময় গড়িয়ে ইতিহাসের চাকা ঘুরে কয়েক বছর ধরে সারা বিশ্বের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে জাতি পালন করছে একুশে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু জাতির ভাগ্যাকাশে মনে হয় আবারো এক ভয়াবহ দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে। ৫২'র খুনী চক্রের প্রেতাত্মারা আজও এদেশেই বসবাস করছে। স্বাভাবিকভাবে তারা সকলে একুশের চেতনাকে, একুশের আদর্শকে, একুশের মূল্যবোধকে আমাদের কাছ থেকে আবারও ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছে। বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের বাঙ্গালীর হাজারো বছরের লালিত সংস্কৃতিকে। যে বাঙ্গালীত্বের ও জাতিসত্তার পরিচয়ে আমরা ৫২'র একুশ হতে ৭১ পর্যন্ত সারা বিশ্ববাসীর কাছে মুক্তির সংগ্রামের গৌরবে ভূষিত হয়েছিলাম, যে বাঙ্গালীত্বের অহঙ্কারে গড়া অনন্য ঐক্যে নিরস্ত্র জাতি জয়ী হয়েছিল এক অসম যুদ্ধে, সেই অস্তিত্বের মূল উৎস বাঙ্গালী জাতি সত্তাকেই ধর্মের নামে একাত্তর যারা অস্বীকার করেছে সেসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধর্মের নাম করে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আবেগকে সম্বল করে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির আবর্তে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বার বার। বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে ধর্মীয় বাতাবরণে মুখোমুখী দাড় করানোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাই যারা একুশের বিরোধিতা করেছিল এবং মুক্তি যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার থাকা প্রয়োজন।

প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের স্বীয় মাতৃভাষার মর্যাদা অপরিসীম। আমরা জানি পৃথিবীতে যত নবী রসূল এসেছেন তারা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই তাদের প্রচার কার্য চালিয়েছেন। কুরআনের বর্ণনা মতে জানা যায় সকল ভাষাই আল্লাহ্‌র দান। সকল জাতিতে যেমন নবী রসূল এসেছেন, তেমনি সকল জাতির ভাষাতেই ওহী ইলহাম নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জাতির স্বীয় মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রধান চারটি আসমানী কিতাবের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি "তাওরাত" হিব্রু ভাষায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি "ইঞ্জিল" সুরিয়ানী ভাষায়, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি "যাবূর" ইউনানি ভাষায় এবং বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি "আল কুরআন" আরবী ভাষায় নাযিল হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। তাঁর কাছে মানবজাতির দিশারী এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে সর্বশেষ আসমানী কিতাব "আল কুরআন" অবতীর্ণ হয়। এ ঐশী ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী। বিশ্ব নবীর মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন, **"আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা দিয়ে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার"** (সূরা মারইয়াম ঃ ৯৮)

তাই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা অপবিত্র নয় বরং সকল ভাষাই ঐশী ভাষা।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত মাতৃভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে থাকে, আর আহমদীয়া জামাআতের প্রতিষ্ঠাতাও মাতৃভাষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, **"নামাযের মধ্যে নিজের ভাষায় দোয়া করা উচিত। কেননা, নিজের ভাষায় দোয়া করলে পূর্ণ আবেগ সৃষ্টি হয়।"** (মলফুযাত, ৯ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলেছেন, "নামায আশিস মন্ডিত হবে না যতক্ষণ না নিজের ভাষায় নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা না কর। .....মাতৃভাষায় মানুষের বিশেষ এক স্বাদ মিশ্রিত থাকে। এ জন্য নিজের ভাষায় অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে নিজের কামনা বাসনাকে রাব্বুল আলামীনের কাছে নিবেদন করা উচিত।:" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৪৫)

তাই প্রত্যেক আহমদী মুসলমান কুরআন হাদীসের নির্ধারিত আরবী দোয়াগুলো পাঠ করার পর নিজ নিজ মাতৃভাষায় অবশ্যই নামাযের মধ্যে দোয়া করে থাকে।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে নিজ মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে দিক আর গভীর ভাবে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহীদ ও বীর সৈনিকদের যারা এ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন ও লড়েছেন। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এবং প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি।

মাহমুদ আহমদ সুমন

কীর্তিমানের জীবন কথা–

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর
হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ

(দ্বিতীয় কিস্তি)

আহমদীয়া জামাআতের প্রচারে পাগল ছিলেন আবু তাহের সাহেব। হেকিমী পেশায় নিয়োজিত থাকার কারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর সুপরিচিতি ছিল। উচ্চ বংশের ধনাঢ্য প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর শিক্ষিত সুধী মহলে ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও বিচরণ এবং সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে ছিল সখ্যতা। বৃটিশ সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে ভাল মানুষ হিসেবে মূল্যায়ণ করতেন। তাঁর বিনয় ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করতো। ফলে সমাজের বিভিন্ন জনের কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ অকপটে প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের মূখ্য কাজ। তাঁর তবলীগি কর্মতৎপরতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিভিন্ন সুধীজনও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কলকাতা শহরে বার্ষিক জলসার আয়োজন করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাতেন। তবলীগি সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে বিরাট লোক সমাগম করতেন। সাধারণতঃ আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এসব আয়োজনে প্রশাসন ও শিক্ষিত মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন হতো। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বেশী আসতেন এবং আহমদীয়া জামাআতের ধর্ম বিশ্বাসের উপর সুধারণা রাখতেন সেই মহীয়ান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ঃ

১। কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা আহমদ।

২। ডঃ সুনীতি কুমার চাটার্জী।

৩। ডঃ পি ডি রায়।

৪। এস কে বসু।

৫। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক ডঃ সি ভি রমন।

৬। ডঃ এস কে চাটার্জী।

৭। ম্যাটিয়া বরুজের নবাব।

৮। কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের পরবর্তী মেয়র সনত কুমার রায় চৌধুরী এম এ, বি এল

৯। মিসেস বীরা প্রভা চক্রবর্তী।

১০। আর সি অধিকারী।

১১। এ ডিনশা তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র শ্বশুর ছিলেন এবং

১২। হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত জজ নওয়াব আকবর ইয়ার জঙ্গ বাহাদুর প্রমুখ।

সৈয়দ বদরুদ্দোজা আহমদ দু'বার কলকাতা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। বিশিষ্ট জ্ঞানী ও সুবক্তা এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় সম্মানী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মুর্শিদাবাদ ভরতপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল খালেক সাহেব ছিলেন তাঁর চাচা। আব্দুল খালেক সাহেব ১৯০৮ সালে কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। চতুর্থ বাঙালি আহমদী হিসেবে আহমদীয়াতের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণালী হয়ে আছে। তিনি বঙ্গভারতে আহমদীয়া জামাআতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে অনেক খেদমত করেছেন। তাঁর তবলীগি প্রচেষ্টায় তাঁর ভাগ্নে হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ্ সাহেবের বয়আত করার সৌভাগ্য হয়। হাফেজ তৈয়ব উল্লাহ্ সাহেব জামাআতে আহমদীয়ার এক নিবেদিত ব্যক্তি ছিলেন। ভরতপুর জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। মেয়র বদরুদ্দোজা সাহেবও চাচা আব্দুল খালেক সাহেবের তবলীগে আহমদীয়া জামাআতের সত্যতা উপলব্ধি করতেন। সেই সুবাদেই আমীর আবু তাহের সাহেবের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। জামাআতে আহমদীয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে তিনি চলে আসতেন। অনেক অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করতেন। এবং মূল্যবান ভাষণ দান করতেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষা বিশেষতঃ ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকের ঐশী বাণীর ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনী হতো। আহমদীয়া জামাআতের সাথে তিনি এত মিশে গিয়েছিলেন যে ফলশ্রুতিতে অনেকে তাকে এ জামাআতের সদস্য মনে করতেন। আমীর আবু তাহের সাহেব বলতেন, মেয়র সাহেব এলেই আমাদের অনুষ্ঠান সরগম হয়ে উঠে। কিন্তু তাঁর আনুষ্ঠানিক বয়আত করার সৌভাগ্য হয়নি।

ডঃ সুনীতি কুমার চাটার্জী ছিলেন প্রখ্যাত বহুভাষাতত্ত্ববিদ এবং বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষক ও সুপন্ডিত। কলকাতা প্রেসিডেন্টসী কলেজের বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক ইতিহাস এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার ইতিহাসের অধ্যাপক। আহমদীয়া জামাআতের প্রবীণ সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চৌধুরী আব্দুল মতিন সাহেব কলকাতায় তাঁর ছাত্র ছিলেন। হেকীম আবু তাহের সাহেব সুনীতি বাবুর সাথে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী জামানায় আবির্ভূত যুগবতারের সত্যতার উপর অনেক আলোচনা করেছেন। হযরত গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত বিভিন্ন কিতাব উপহার দেন। তিনি ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায়সমৃদ্ধ পুস্তকগুলি গভীর মনোযোগে অধ্যায়ন গবেষণা এবং তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করেন। ফলে কলিকালের কল্কী অবতার আবির্ভাবের সত্যতা তার নিকট পরিস্ফুটিত হয়েছিল। বিভিন্ন জনের নিকট ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা লাভের জন্য হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর পুস্তক পাঠে উদ্বুদ্ধ করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র চৌধূরী আব্দুল মতিন সাহেব স্মৃতিচারণে বলেন–

তখন কলকাতা বেনিয়াপুকুর রোড হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সৈয়দ মোজাফফর আহমদ। তিনি মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা আহমদ সাহেবের বড় ভাই। আমি তখন সিটি কর্পোরেশন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁদের দু'জনের সাথেই আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তবে মেয়র সাহেবের আহমদীয়া জামাআতের প্রতি অনুরাগ থাকলেও বড় ভাই মোজাফফর আহমদের বৈরীভাব ছিল। তিনি একবার ইসলামী শিক্ষায় 'শেষ বাণী' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন এবং বইটির উপর মন্তব্য লিখে দেয়ার জন্য আমাকে নিয়ে সুনীতি কুমার স্যারের বাসায় যান। বইটি স্যারের হাতে প্রদানের পর তিনি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট খুব ধ্যানরত হয়ে পড়েন এবং উৎসাহসূচক কথায় বলেন– হেড মাষ্টার সাহেব, আমি মন্তব্য লিখে দিলে আপনার এই মুল্যবান পুস্তকটি বাজারে বিক্রি হবে না। বরং আপনি দৈনিক বসুমতি পত্রিকা অফিসে যান এবং কিছু পয়সা খরচ করুন, দেখবেন আপনার এত মেহনতের শেষবাণী বাজারে চালু হয়ে যাবে। হেড মাষ্টার শুনে অতি কাতরভাবে পুনরায় বলেন – স্যার অবসর সময়ে আপনি আরো পাঠ করুন। আমার এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। স্যার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন–কুরআনের আয়াত –**'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্মামতু আলাইকুম নিয়'মাতি'**-এর উপর ভিত্তি করে আপনার শেষ বানী দাঁড় করিয়েছেন। হেড মাষ্টার অতি নম্রভাবে পুনরায় দাঁড়ালেন ও বলেন, স্যার একটু সময় নিয়ে ভাল করে পড়ে দেন। এবার স্যার শির উচু করে গভীর আওয়াজে বল্লেন– হেড মাষ্টার সাহেব, কুরআনের যে আয়াতটির উপর শেষ বাণী দাঁড় করেছেন, আপনি সে আয়াতটির যথার্থ অর্থ বুঝেননি। আল কুরআনের আয়াতের শুদ্ধ অর্থ বুঝতে চাইলে আহমদীয়া জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা সাহেবের পুস্তক পাঠ করুন। তাঁর লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে অন্ততঃ 'বারাহীনে আহমদীয়া' না পড়লে কুরআন কি জিনিষ তা বুঝবেন না। আসুন আমার লাইব্রেরীতে, দেখুন মির্যা সাহেবের অনেক পুস্তক সংরক্ষিত আছে। (পাক্ষিক আহমদী ৩১ আগষ্ট ১৯৯৬)।

অধ্যাপক সুনীতি বাবুর মত এমন অনেক পান্ডিত্যের অধিকারী গুণীজন প্রধানত: হেকীম আবু তাহের সাহেবের প্রচারণার ফলশ্রুতি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের পরশে আহমদীয়া জামাআতের সত্যতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কলকাতা শহরের পরবর্তী মেয়র শ্রীযুক্ত সনত কুমার রায় চৌধুরীও জামাআতে আহমদীয়ার প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি এ জামাআতের শুভাশীষ কামনা করতেন। ইসলামের সেবায় নিবেদিত আবু তাহের সাহেবসহ বিভিন্ন জনের প্রচারণা এবং আহমদী সদস্যদের অসম্প্রদায়িকতা, মানবতা এবং উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আদর্শগত শিক্ষায় মুগ্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন সমাজে জামাআতে আহমদীয়ার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই আহমদীয়া জামাআতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে তিনি সানন্দ্য বক্তব্য রাখেন। ৫ মার্চ ১৯৩৮ তারিখ ৬১ নম্বর ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলকাতা জামাআতে আহমদীয়ার দারুত তবলীগ বা প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ঐশী জামাআতের সেই মহতী সভায় ভিন্ন ধর্মের আরও উপস্থিত ছিলেন, নওয়াব আকবর ইয়ার জঙ্গ বাহাদুর, মিসেস বীরা প্রভা চক্রবর্তী, আর সি অধিকারী এবং এ ডিন্‌শা। সবাই জামাআতে আহমদীয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত মেয়র সভাপতির

দীর্ঘ ভাষণে প্রাণবন্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তার সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

"It is all the more necessary therefore that a movement like this should come, where by the masses of this country should be apprised of the true inwardness of Islam."

এ দেশের জনসাধারণকে ইসলামের প্রকৃত মর্ম অবগত করার জন্য ঈদৃশ আন্দোলনের অত্যন্ত আবশ্যক"। জামাআতে আহমদীয়ার সফলতা ও ব্যাপক বিস্তার কামনা করে তিনি বলেন– "I want that this movement might flourish and might dissipate all the false ideas and all nations about ourselves, about our neighbours and about different religions. I wish this movement sincerely to succed for there is nothing dearer to my heart than a possible Hindu-Moslem Unity and I cannot concieve of a batter way of bridging the gulf than by a movement like this.....আমার কামনা এ যে, এই আন্দোলন প্রসার লাভ করে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবেশীগণ সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূরীভূত করুক! আমি অন্তরের সাথে এ আন্দোলনের সফলতা কামনা করি। কারণ হিন্দু মুসলিম মিলন অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আমার নিকট আর কিছুই নেই এবং এ মিলন সাধনের জন্য আহমদীয়া আন্দোলন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন উপায় আমি ধারণা করতে পারি না।" (পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৩৮)। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী কর্তৃক কলকাতায় জামাআতে আহমদীয়ার ভূয়সী প্রশংসা এবং এর প্রসার বৃদ্ধির কামনার মানুষ সৃষ্টি প্রধানতঃ হেকীম আবু তাহের সাহেবেরই অনস্বীকার্য অবদান।

মানব সেবা হেকীম সাহেবের জীবনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। মানুষকে দাওয়া ও দোয়া উভয় দিতেন। তার হেকিমী চিকিৎসায় অধিক সংখ্যক আরোগ্য লাভ করতো। ফলে তাঁর সুনাম শহর থেকে গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেক দূর থেকে লোকজন সুচিকিৎসার জন্য চলে আসতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে দূর-দূরান্তে গিয়ে শারীরিক চিকিৎসা প্রদান এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসার দাওয়াত পৌঁছাতেন। আর্থিক দৈন্য ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আহমদী ভ্রাতাদের দুঃখ কষ্ট লাগবে তাদের প্রতি সহমর্মীতা, কেউ মুখালেফাতের সম্মুখীন হলে তা নিরাময়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা তাঁর জীবনালেখ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। হযরত উমর (রা.) মানুষের দুঃখকষ্ট প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে এর নিরাময়ের উদ্দেশ্যে দিনরাত যেভাবে মানুষের বাড়ী বাড়ী ঘুরতেন সে আদর্শের অনুপ্রেরণাই হেকীম সাহেবের জীবনের বৈশিষ্ট ছিল।

বিশ দশকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধি আন্দোলনের যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল এর ঢেউ কলকাতায়ও এসে পৌছে। রাজপুতানার শুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাবই কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। এ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, ভারতের মুসলমানদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিল। তারা না বুঝে ধর্মান্তরিত হয়েছে। কাজেই তাদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। ফলে দরিদ্র, মূর্খ, অসহায়, নির্বুদ্ধিতা সম্পন্ন অনেক মুসলমান হিন্দু হতে শুরু করে। নামধারী মুসলমান আলেম সমাজ তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। এ ভয়াবহ অবস্থার দৃশ্যপটের প্রেক্ষিতে আশেকে রসূল আমীর আবু তাহের সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হন। ঐশী নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এ আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জামাআতে আহমদীয়ার মুজাহিদ প্রেরণ করেন। আবু তাহের সাহেব কলকাতার আন্দোলনকে পরাভূত করতে মরিয়া হয়ে উঠেন। জামাআত কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তখন কলকাতায় ক'জন আহমদী যুবক অবস্থান করতেন। প্রাথমিক অবস্থায় তারা ছাত্র পরবর্তীতে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তারা যেমন কর্মোদ্যোগী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও শিক্ষিত তেমনী আহমদীয়া জামাআতের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। আমীর সাহেবের আদেশ পালনে প্রাণচঞ্চল ও দুর্বার গতি ছিল তাদের। আশেকে মসীহ্‌র সেই তেজোদীপ্ত খাদেমরা হলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোলাম ছামদানী খাদেম, দৌলত আহমদ খান খাদেম, চৌধুরী আব্দুল মতিন, ডাঃ উম্মেদ আলী এবং দিনাজপুরের আব্দুল হাফিজ প্রমুখ। তাঁরা আমীর আবু তাহের সাহেবেব দিক নির্দেশনায় শুদ্ধি আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে ঝাঁপিয়ে পরেন। কালীঘাট অঞ্চলে যে সব মুসলমান ধর্মান্তরিত হয়ে

ছিলেন তাদের দোড়গোড়ায় যান। ইসলাম আল্লাহ্ তাআলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং তার মাঝেই মানবজাতির মুক্তি নিহিত, হিন্দু ধর্মের অসারতায় ইসলামই মানুষকে শান্তি দিতে পারে, এ চিরন্তন সত্যটি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেন। উপরন্তু বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী যামানায় আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা জানান। ফলে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে রাজেন, রমেশ, দেবেশ প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হয়েছিল তারা পুণরায় প্রকৃত ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণে মাতৃকুলের রমজান, রশিদ, দবির উদ্দিন প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। কোন উঁচু বা কাঁটাযুক্ত গাছ হতে ফল পাড়া কঠিন হলে গাছটি ঝড়ে মাটিতে পরে গেলে ফল পাড়া যেমন সহজ হয় তেমানি পার্থিব জীবনে বিভোর হয়ে যারা শুদ্ধি আন্দোলনের ঝড়ে মাটিতে পরে গিয়েছিল তারা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় যুগ ইমামের দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাদেরকে ইসলামের গন্ডীতে কুড়িয়ে দিতে সহজ হয়।

তাছাড়া সেই বীর সেনানী যুবকদ্বয় আমীর সাহেবের নির্দেশনায় শহরের বিভিন্ন কালীবাড়ির সামনে এবং জনবহুল রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে শেষ যুগে আবির্ভূত কল্কী অবতারের বাণী অর্চনা করেছেন। তাদের দলনেতা গোলাম ছামদানী খাদেম গায়ে ধুতি পাঞ্জাবী, মাথায় তেরসা টুপি পরিধান করে সদল বলে চলে যেতেন। কালীবাড়ীর সম্মুখে এবং বিভিন্ন লোকালয়ে খালি ড্রামের মত উঁচু পাত্রের উপর উঠে গীতার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলনে কলিকালে আবির্ভূত কল্কী অবতারের শুভসংবাদ প্রচারে বক্তব্য রাখেন। সকলে মিলে হিন্দী ভাষায় মালকিনাকী লগন ভজনের গান গায়। ভারত মে কিরষণ আ-য়-ও ভগওয়ান। ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে যুগ অবতার আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর নাম হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। গীতায় বর্ণিত রৌদ্র গোপাল তিনি। কেননা ঈশ্বর তাঁকে জানিয়েছেন–হে রৌদ্র গোপাল তোমার মহিমা লেখা গীতায় আছে (ইলহাম)। ঐশী নির্দেশিত পথে মানুষকে পরিচালনার ত্রাণকর্তা তিনি। তার শীষ্যত্ব গ্রহণেই বিশ্ব শান্তি ও মুক্তি নিহিত। ফলে কালীবাড়ীর অভ্যন্তরে রামকৃষ্ণ কানাইয়ের একত্ববাদের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত পুঁজারীরা হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, মন্ত্রের আরাধনা থেকে বিরত হয়ে সেই ঐশীবাণীর ব্যাখ্যা শুনতে আকৃষ্ট হয়। রাস্তার মোড়ে পথচারীরা দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেন। উপস্থিত শ্রোতাদের হাতে আবির্ভূত যুগবতারের সত্যতার বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হয়। আহমদীয়া জামাআতের ধর্মবিশ্বাসের ইতিবাচক প্রভাব পরে। হিন্দু ধর্মযাজক কর্তৃক ধর্মান্তর করার প্রচেষ্টা বিফল হয়। মুসলমানরা শুদ্ধি আন্দোলনের সংক্রমণ হতে রক্ষা পায়। প্রকৃত ইসলাম শিক্ষা লাভে অনুগত হয়। শুদ্ধি আন্দোলনের ব্যর্থতায় আহমদীয়া আন্দোলনের সফলতা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। জামাআতে আহমদীয়ার ইতিহাসে আমীর আবু তাহের সাহেব এবং তাঁর সহকর্মীদের এ অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বলাবাহুল্য, আব্দুল হাফিজ ও গোলাম ছামদানী খাদেম সাহেব কলকাতা জামাআতের প্রথম আমীর লুৎফর রহমান সাহেবের কন্যাজামাতা ছিলেন। তাঁরা কলকাতায় শিক্ষাজীবন সমাপ্তিতে কর্মজীবনে প্রবেশের পর লুৎফর রহমান সাহেব ১৯২৪ সালে তাঁর দুই মেয়েকে বিয়ে দেন। বড় মেয়ে উম্মুল খায়ের মাজেদা খাতুনের বিয়ে হয় আব্দুল হাফিজের সাথে এবং দ্বিতীয় মেয়ে উম্মুল খায়ের হামিদা খাতুনের বিয়ে হয় গোলাম ছামদানী সাহেবের সাথে। একই দিন এক অনুষ্ঠানে এই দুই বঙ্গরত্ন পাত্রের সাথে পুণ্যবতী ও পরমা সুন্দরী পাত্রীদ্বয়ের বিয়ে হয়েছিল। লুৎফর রহমান সাহেবের শ্বশুর ছিলেন আলীপুরের জমিদার এমদাদ মিয়া। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ও খ্যাতি ছিল সারা কলকাতা জুড়ে। আত্মীয়তার দায়রা ছিল উচুঁ মহলে প্রসারিত। ফলে তার উত্তরসুরী আহমদী আত্মীয়দেরও শহরে সুপরিচিতি ও সম্মান ছিল সর্বজন শ্রদ্ধেয়। জামাআতের প্রথম ও দ্বিতীয় আমীর লুৎফর রহমান ও হেকীম আবু তাহের সাহেব উচ্চ বংশ মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হওয়ার সুবাদেই সেকালে কলকাতায় আহমদী সদস্যদের হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান ছিল। অসম্প্রদায়িক উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আদর্শ মানুষ হিসাবে তাদেরকে মূল্যায়ণ করতেন।

আবু তাহের সাহেবের এমারতকালে বাংলা ভাষায় জামাআতে আহমদীয়ার প্রকাশনায় অনেক সমৃদ্ধি আসে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশিত হয়। তখন জানুয়ারী ১৯২২ সাল থেকে মাসিক আহমদী বুলেটিন কলকাতা হতে প্রকাশনা শুরু হয়। এর এক প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন

মোহাম্মদ ঈসা বি এ, এল এল বি মেটকালফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৩৪, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট কলকাতা। প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার চীফ সেক্রেটারী খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী। ১৯২৫ সালে ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যাটি মুদ্রিত হয় ৯৩, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা থেকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক বঙ্গীয় আহমদীয়া জামাআতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বাণী প্রকাশের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বুলেটিন বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৫ সালের মে মাস থেকে মাসিক আহমদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন গোলাম ছামদানী খাদেম। ব্যবস্থাপক ও প্রধান লেখক আব্দুল হাফিজ। ঠিকানা ছিল – লুৎফর রহমান সাহেবের বাড়ী ২৯, ইসমাঈল ষ্ট্রীট কলকাতা। প্রকাশনায় আমীর আবু তাহের সাহেবের সাথে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, খান সাহেব মোবারক আলী, খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হোসাম উদ্দিন হায়দার প্রমুখ। ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে গোলাম ছামদানী সাহেব কলকাতা থেকে নিজ মাতৃভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে গেলে এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এ্যাডভোকেট দৌলত আহমদ খান খাদেম। তখন প্রকাশের ঠিকানা ছিল ৬৯, রাজা ধীনেন্দ্র ষ্ট্রীট কলকাতা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের সত্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যে ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ এ মুখপত্রটি তখনকার দিনে কলকাতা শহরের সুধী মহলে ব্যাপক বিতরণ করা হয় এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী এবং স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ফলে উভয় বঙ্গের বাঙালি আহমদীদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হয়। বাংলা ভাষাভাষী অ-আহমদী শিক্ষিতজনের কাছে জামাআতের পরিচিতিকল্পে ডাকযোগে প্রচারের ব্যবস্থা ছিল।

১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হেড কোয়াটার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে মাসিক আহমদী কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী-মার্চ তিন সংখ্যা একত্রে প্রথম বকশীবাজার দারুত তবলীগ থেকে প্রকাশিত হয়। তখন এর সম্পাদক ছিলেন আব্দুর রহমান খা বাঙালি। যিনি পরবর্তীকালে আমেরিকায় জামাআতে আহমদীয়ার মিশনারী ইনচার্জ ছিলেন। মুদ্রিত হয় ওয়ারী প্রিন্টিং প্রেস ঢাকা থেকে। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মাসিক হতে পাক্ষিকে পরিণত করা হয়, যা আজও পাক্ষিক আহমদী হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং অনেক চড়াই উৎড়াইয়ের মাঝে শতবর্ষ ধরে তার ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল ২২ মার্চ ১৮৬৭ তারিখ Act No. XXV of India নামে একটি আইন পাশ করেন। এটা ১ জুলাই ১৮৬৭ সাল থেকে কার্যকর হয়। ব্রিটিশ ভারতে যে সকল গ্রন্থ ছাপা হয় তা রেজিষ্ট্রীভুক্ত করে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণই ছিল এর উদ্দেশ্য। ফলে তখন বঙ্গভারত হতে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হলে এর নির্ধারিত বিবরণসহ তিন কপি করে গ্রন্থ কলকাতা সরকারী রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে প্রেরণ করতে হতো। সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রাপ্ত গ্রন্থের বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ নামে ক্যাটালগ তৈরী করে কলকাতা গেজেটের Appendix বা পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশ করে এবং গ্রন্থগুলি সংরক্ষণের জন্য ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীসহ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন লাইব্রেরীতে প্রদান করা হয়। সরকারী এ বিধি অনুসরণে বঙ্গদেশ হতে জামাআতে আহমদীয়ার বিভিন্ন জন কর্তৃক যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তা সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হতো। আর কলকাতায় এ কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন হেকীম আবু তাহের সাহেব। তিনি নিজেও জামাআতে আহমদীয়ার প্রচারের উদ্দেশ্যে পুস্তক প্রকাশ করেছেন এবং তা প্রেরণ করেছেন। তবে শতবর্ষ ধরে বিভিন্ন বুযুর্গ ব্যক্তি কর্তৃক যে সকল পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, আজ এর অনেক গুলির নাম ও তথ্য অজানা ও কপি দুস্প্রাপ্য। ইতিহাসে বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে কিছু সংখ্যক পুস্তকের নাম ও তথ্য নির্দেশ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তন্মধ্যে আমীর আবু তাহের সাহেবের তত্ত্বাবধানে তৎকালীন সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত পুস্তকের মধ্য ক'টির তথ্য নিম্নরূপ ঃ

১। মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ ঃ গ্রন্থের নাম ঃ সমস্যা ও সমাধান। প্রকাশক আবু তাহের মাহমুদ আহমদ, ১৫ প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ৪ মার্চ ১৯৩৩ খ্রীঃ পৃঃ ১৬। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৩ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

২। দৌলত আহমদ খান খাদেম বি এ, বি এল।

(ক) গ্রন্থের নাম ঃ নেহেরু রিপোর্ট ও মুসলমান। নেহেরু কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা করেন হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর বঙ্গানুবাদ করেন দৌলত আহমদ খান খাদেম বি এ, বি এল। প্রকাশক ঃ মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী, বি এ, ১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ১০ ডিসেম্বর ১৯২৮, পৃঃ ১১০। মূল্য পাঁচ আনা। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯২৯ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

(খ) হায় নাদির শাহ কোথায়? আফগানিস্তানের বাদশা নাদির শাহ্ নিহত হবে বলে মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) এ সম্বন্ধে উর্দুতে পুস্তিকা লিখেন। উর্দু পুস্তিকার অনুবাদ করেন দৌলত আহমদ খান খাদেম।

প্রকাশক ঃ অনুবাদক, আলীপুর ২৪ পরগনা। প্রথম সংস্করণ ঃ ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ খ্রীঃ পৃঃ ৩০। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯৩৪ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান (তথ্যসূত্র ঃ বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী-ঢাকা)।

তৎকালে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা সার্বিক দিক দিয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ ছিল। বঙ্গভাষীদের উচ্চ শিক্ষা, চাকুরী বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থান ও ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসনিক সদর দপ্তর এবং উচ্চ আদালত প্রভৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেকে কলকাতা যেতেন। আর কলকাতার বাইরের সকল আহমদীদের প্রথম দিকে অবস্থানের ঠিকানা ছিল লুৎফর রহমান সাহেবের বাড়ী। পরবর্তীতে হেকীম সাহেবের ১৫ নম্বর প্রিন্সেপ ষ্ট্রীটের বাড়ী। হেকীম সাহেবের বাড়ীতে অধিকাংশ আশেকে মসীহ্ অবস্থান করেছেন। তিনি আন্তরিকতার সাথে অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন। উচ্চ বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ দরিদ্র আহমদীদের সেবা প্রদানে তাঁর আন্তরিকতার কোন ঘাটতি ছিল না। সকলকে আত্মার আত্মীয় আহমদী ভাই হিসেবে মূল্যায়ন করতেন। তার বাড়ীতে বড় বৈঠকখানায় নারী পুরুষের পৃথক আহার ও আবাসনের সুব্যবস্থা ছিল। তাঁর আতিথেয়তায় সকলই অভিভুত হতেন। উপরন্তু সেকালে কাদিয়ান থেকে যে সকল বিশিষ্ট সাহাবী ও বুযুর্গ আলেমের বঙ্গভূমিতে শুভাগমন হয়, তাদের আবাসনের ঠিকানাও ছিল হেকীম সাহেবের বাড়ী। তাঁর এ বাড়ীতে বহু বুযুর্গ আশেকে মসীহর পদধূলী পরেছে। তাঁরা আন্তরিক আতিথেয়তা গ্রহণে কলকাতা জামাআত কর্তৃক আয়োজিত সালানা জলসা, তবলীগি অনুষ্ঠান, সেমিনার, সীরাতুন্নবী (সা.) দিবস ও সর্বধর্মীয় সম্মেলন সার্থক ও সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক হেড কোয়াটারস ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফর করে জামাআতের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড সফল করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক কাদিয়ানে প্রবর্তিত অতিথি সেবার আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই আমীর সাহেব কলকাতায় আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হেকীম সাহেবের জীবনালেখ্যর বর্ণনায় তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী কলকাতা জামাআতের পরবর্তীকালের এক আমীর উড়িষ্যার কটক নিবাসী শাহ করীম বকশ সাহেব বলেন–"১৯২৩ সালে হেকীম সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয়। তখন তিনি কলকাতা জামাআতের আমীর। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার তালিম তরবীয়তে আমি জামাআতের কাজে উৎসাহিত হয়। ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। তাঁর নিকট থেকে অনেক ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করি। ১৯২৭ সালে তিনি আমাকে তার বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করেন। আমি তাঁর ছেলে মেয়েদের আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা দান করি। তার পরিবারের একজন সদস্য হিসেবেই আমার সমাদর ছিল। ছেলেমেয়েরা আমাকে অত্যন্ত-ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। হেকীম সাহেব খুবই দয়ালু সহানুভূতিশীল ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মুত্তাকী পরহেজগার, খোদাভীরু ও পুণ্যবান মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত বিরল। কোন ব্যক্তি তাঁর বাড়ীতে আসলে তিনি হাসি মুখে বরণ করে নিতেন এবং আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করতেন। প্রত্যেক দিন বিকালে ঘোড়ার গাড়ীতে বিভিন্ন আহমদীর বাড়ীতে কুশলাদি জানার জন্য যেতেন। খোঁজ-খবর নিতেন। দুঃখকষ্ট লাগবে সহমর্মীতার পদক্ষেপ নিতেন। তাঁর এমারতকালে কলকাতায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাঁকজমকভাবে জামাআতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। তাঁর প্রচারণায় জামাআতে আহমদীয়ার পরিচিতি যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। অনেকে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর স্ত্রী একজন তাক্ওয়াপরায়ণ আহমদী মহিলা ছিলেন। (চলবে)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত চট্টগ্রামের ২ দিন ব্যাপী সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি

প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, চট্টগ্রামের ২ দিন ব্যাপী ২৮তম সালানা জলসা গত ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ইং রোজ শুক্র ও শনিবার চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত মসজিদ কমপ্লেক্সে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক প্রীতিপূর্ণ এবং আনন্দঘন পরিবেশে বিকাল ৩.০০ টা থেকে কুরআন তেলাওয়াত ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়ে যথারীতি তিনটি অধিবেশনে এবং আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

শুক্রবার (১৫ই ফেব্রুয়ারী ০৮ইং) বাদ জুমুআ জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। এই মহতী জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর বিশেষ প্রতিনিধি মুফতি সিলসিলাহ্, মোহতারাম মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহ্লুন সাহেব। জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ন্যাশনাল আমীর মোহতারাম মোবাশ্শের উর রহমান, মোবাশ্বের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ, মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী মুরব্বী সিলসিলাহ, আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্, মোহাম্মদ আব্দুল মতিন মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং চট্টগ্রাম জামাআতের আমীর জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী প্রমুখ।

বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা – সিরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা.), আল কুরআন ও বিজ্ঞান, যুগ খলীফার পূর্ণ আনুগত্য সাফল্যের মূল কথা, নামাযের গুরুত্ব, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ভূমিকা, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর জীবনাদর্শের আলোকে তরবীয়তে আওলাদ, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা ও নেযামে ওসীয়্যত, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও সত্যতা, খতমে নবুওয়াতের তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়াদির উপর বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ ও প্রাণ সঞ্চারী বক্তব্য রাখেন।

জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন সর্বজনাব আনোয়ার আহমদ, ক্বারী আব্দুল কাদের ও হাফেজ হোসেন আহমদ এবং নযম পরিবেশন করেন এহ্সান আহমদ, হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয় ও নূরে এলাহী। পরিশেষে চট্টগ্রাম ২৮তম সালানা জলসা কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ মমতাজ আহমদ শুকরিয়া/কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বক্তৃতা করেন। এই সালানা জলসায় বহু পূণ্যবান ধর্মপ্রাণ অ-আহমদী ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে দুই জন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

এবারকার জলসায় জেরে তবলীগ ভ্রাতাগণের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মত। জলসায় প্রায় দুইশত জেরে তবলীগ ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। জলসার প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান পর্বে জনাব সরদার মঈন আল হোসাইনী সাহেব 'কেমন করে আহমদী হলাম' বিষয়ে এক ঈমান আফরোজ বক্তব্য রাখেন। জলসার এই আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শেষে ৪০ (চল্লিশ) জন ভ্রাতা বয়আত নিয়ে এই ঐশী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

সৈয়দ মোমতাজ আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, চট্টগ্রাম

শান-শওকতের সাথে তারুয়া জামাআতের ৬৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

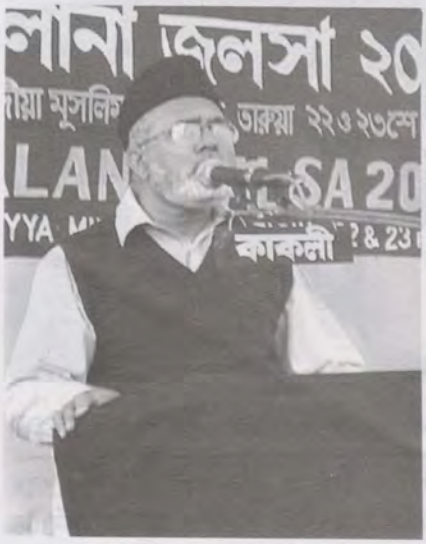

বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি

জলসায় আগত শ্রোতাবৃন্দের একাংশ

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযল ও বরকতে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পবিত্র প্রতিষ্ঠিতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর প্রবর্তিত জলসা সালানার অনুকরণের ছোঁয়ায় "আহলে বাঙ্গাল" সিক্ত হচ্ছে শতাব্দীকাল ধরে। আমদীয়া মুসলিম জামাআত তারুয়ায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশ ও শান শওকতের সাথে গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী বাদ জুমুআ থেকে শুরু করে ২৩শে ফেব্রুয়ারী (শুক্র ও শনিবার) মাগরিব পর্যন্ত ৬৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহাম্দুল্লিাহ্। এই মহতী জলসায় বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের প্রাণপ্রিয় ইমাম ও হাদী, খোদা কর্তৃক মনোনীত খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়তের ধারায় পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মুফতি সিলসিলাহ মোহতারাম মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহ্লুন সাহেব উপস্থিত থেকে জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশকে উৎসবমুখর করে তোলেন।

বক্তব্য রাখছেন মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতারাম মোবাশ্শের উর রহমান, মোহতারাম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধূরী মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, মোহতারাম মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ সেক্রেটারী তালিম ও পাক্ষিক আহমদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, মোহতারাম আবুল খায়ের নায়েব আমীর, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। ২২শে ফেব্রুয়ারী বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশনে মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আশাদুল্লাহ্ আসাদ। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এস. এম. এরফান। এরপর সভাপতি সাহেব এর দোয়া পরিচালনার পর উদ্বোধনী বক্তব্যে তারুয়া জলসার উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে আল্লাহ্র রহমত ও আহমদীদের পদক্ষেপসমূহের উপর আমলের আয়নায় প্রতিবিম্ব কিভাবে পরিস্ফুটিত হয় সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এরপর কুরআন মজীদের অপার সৌন্দর্য প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা নওশাদ আহমদ। এ পর্যায়ে আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান সুললিত কণ্ঠে একটি বাংলা নযম পেশ করেন। এরপর

বক্তব্য রাখছেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্ হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মকাম সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব খিলাফতের কল্যাণ শীর্ষক বক্তব্যে খলীফাদের দোয়ার কবুলিয়তের নানা ঘটনা ও খিলাফতের সাথে আহমদীদের সম্পর্ক বিষয়ে ঈমানোদ্দীপক বক্তব্য প্রদান করেন। এই অধিবেশনে আশুগঞ্জ উপজেলার সম্মানিত U.N.O ও স্থানীয় সম্মানিত তামিম সাহেব মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন এবং জলসার বক্তব্য শুনেন। নামায মাগরিব ও ইশার পর হুযূর (আই.) এর সরাসরি শুক্রবারের জুমুআর খুতবা লন্ডন থেকে সম্প্রচারিত বাংলা অনুবাদিত অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সকলে শ্রবণ করেন।

পরদিন সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামাআত তারুয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব জহির মিয়াজি সাহেবের সভাপতিত্বে লাজনাদের জন্য বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পর্দার অন্তরাল থেকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস মৌসুমী বেগম। উর্দ্দু নযম পেশ করেন মিস জয়া বেগম, এরপর হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মুবাশ্বের আহমদ কাহ্লুন সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন ও লাজনাদের বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবার দুপুর ৩ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মুজাফ্ফর আহমদ। উর্দ্দু নযম পেশ করেন বর্ষীয়ান বুযুর্গ জনাব

মোহতারাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পাশে আশুগঞ্জ উপজেলার U.N.O সাহেবকে দেখা যাচ্ছে

আব্দুল ওয়াহেদ। কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা এর উপর বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর। এর পর শতবার্ষিকী খেলাফত ও আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য এ বিষয়ের উপর ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য

বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম

প্রদান করেন মোহতারাম মোবাশ্শের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত বাংলাদেশ। সবশেষে সভার সভাপতি মুবাশ্বের আহমদ কাহ্লুন সাহেব সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার পবিত্র কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এই মহতি জলসায় দেশের বিভিন্ন জামাআত থেকে ২ সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রবাসিদের মধ্যে দোয়ার আবেদনসহ সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সর্বজনাব বেলজিয়াম প্রবাসি ওবায়দুর রহমান শিশু মিয়া, রুস্তম আহমদ, বশির আহমদ, এমদাদ আহমদ, মোকাব্বের আহমদ, মুকুল, মাজহারুল হক শাহিন, লন্ডন থেকে নাইমুল হাসান তপু, মোহাম্মদ আব্দুল হাদিসহ আরও অনেকে। তারুয়া জামাআতের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ মিয়াজি সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের কাছে দোয়ার দরখাস্ত করেছেন।

ইব্রায়েতুল হাসান ও
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

একটি মর্মান্তিক শোক সংবাদ

পাকিস্তানে আবারো একজন আহমদী শহীদ হলেন আহমদীয়া জামাআতের সদস্য হওয়ার কথিত অপরাধে জীবন দিতে হলো বাশারাত আহমদ মুঘল-কে

১৯৮৪ সালের পর থেকে পাকিস্তানে নিরস্ত্র নিরপরাধ আহমদীদের খুন করার যে ধারা চালু করা হয়েছে এতে সম্প্রতি সংযোজিত হলো আরও এক হত্যাযজ্ঞ – করাচী জামাআতের বাশারাত আহমদ মুঘল (৪৫)। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত করাচীর মঞ্জুর কলোনী হালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরহুম বাশারাত মুঘল। ফজরের নামায পড়তে যাওয়ার পথে অতর্কিতে গুলিবিদ্ধ করা হয় তাকে। গলায়, পিঠে ও হাতে একাধিক গুলির মারাত্মক আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। 'দি ডন' পত্রিকার সূত্রে জানা যায় গুলিতে আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। পত্রিকাটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেহমুদাবাদ পুলিশ ষ্টেশনে অজ্ঞাত সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শহীদ বাশারাত-এর এক বন্ধু মি. আতহার আকরাম চাট্ঠা বলেন, "এটা নিশ্চিত যে বাশারাত সাহেব তার যোগ্যতাবলেই শাহাদতের এ সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার চারিত্রিক মাধুর্যে গুণমুগ্ধ বহু অ-আহমদী অশ্রুসজল চোখে তার এই অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে এসেছে। তারা এটা মানতেই পারছে না যে, এমন বিনয়ী ও নম্র আর অপরের প্রয়োজনে অযাচিত ভাবে সাহায্যের হাত বাড়ানো দয়ালু এই মানুষটি এমন নির্মম ও নৃশংস হত্যা যজ্ঞের শিকারে পরিণত হতে পারেন! তিনি তো অন্যের দুঃখ লাঘবকারী আর ইতিবাচক মনমানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন!"

বায়তুল হুদা মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এ মসজিদ নির্মাণে শহীদ বাশারাত-এর বিশাল ভূমিকা ও আন্তরিক দোয়া ছিল। মসজিদের এ নির্মাণ কাজ তার আকুতিপূর্ণ অবিরাম দোয়ার ফলে সুসম্পন্ন হয়েছে এমনটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। আল্লাহ্ তাআলা এ মসজিদটিকে ইবাদতকারী দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। নির্মাণ কাজে অবদান রাখা ছাড়াও শহীদ বাশারাত সাহেব প্রতিদিন ফজর নামাযের আগে অন্যদেরকে নামাযের জন্য ডাকতে বের হতেন।

এ নৃশংস ঘটনা সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের মুখপাত্র আবিদ খান বলেন, "জনাব বাশারাত মুঘল-এর হত্যাকান্ড অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। তিনি খুবই ধর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিলেন এবং আমাদের জামাআতের সবার ভালবাসার পাত্র ছিলেন। শান্তি প্রিয় আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের সদস্য হওয়ার কথিত অপরাধে তিনি শহীদ হলেন। পাকিস্তানসহ আরো কিছু দেশে যুলুম ও নির্যাতনের শিকার আহমদীদের তালিকায় নতুন সংযোজন (৮৮তম) এই ঘটনাটি। শহীদ বাশারাত মুঘল-এর পরিবারের জন্য প্রতিটি আহমদীই চিন্তা করে এবং দোয়া করে। তার পরিবারবর্গের শোকাতুর এই বিয়োগ ব্যথায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন।"

পাকিস্তানের জনগণের মাঝে ধর্মীয় চরমপন্থীরা দীর্ঘ দিন ধরেই আহমদীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। ধর্মের নামে ঘৃণা বিদ্বেষমূলক উস্কানী দিয়ে এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনাগুলো ঘটনো হচ্ছে।

জগদল এর ক্ষুদ্র পাড়া হালকায় মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ মাগরিব মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবস আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, জগদল এর হালকা মসজিদ ক্ষুদ্রপাড়ায় পালিত হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্)। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয। এতে হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেন, সর্বজনাব আব্দুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, ইমরান আহমদ, ও খাকসার। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে মোট ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

বড়হাটে নও মোবাইন ও অ-আহমদী লাজনাদেরকে নিয়ে মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবস ও তবলীগি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ যোহর আহমদীয়া মুসলিম জামাআত জগদল এর হালকা বড়হাটে জনাব আজিজুর রহমান সাহেব এর বাসায় মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস ও তবলীগি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্)। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে খাকসার ও মাওলানা রইছ আহমদ, মোবাশ্বের মুরুব্বী দিবসটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং শেষে অ-আহমদী লাজনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৫১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোয়াল্লেম

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলেহ মাওউদ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমক ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে পালন করা হয়েছে। জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ আলোচনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি সাহেব। এতে ৩০২ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামসুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ সুন্দরবন-এ নাসেরাত দিবস পালিত

গত ১৫/১/২০০৮ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত দোয়া ও নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় আমীর, নায়েব আমীর, মুরব্বী – মোয়াল্লেম সাহেব উপস্থিত ছিলেন, তারা নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন, এরপর নাসেরাতদের গ্রুপ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, রচনা, আবৃতি এবং কুইজ ইত্যাদি প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। এছাড়া যে সমস্ত ছাত্রীরা স্কুলে ভাল রেজাল্ট করেছে অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। উক্ত দিবসে ১০৫ জন নাসেরাত ও ১৫ জন লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবন আমেলার সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মুক্তার নাহার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের বক্তাগণ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ইং রোজ শনিবার বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। বনভোজনের গন্তব্যস্থল ছিল সোনারগাঁ যাদুঘর। বনভোজনে ২০ জন লাজনা ও ৪ জন নাসেরাত অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯ ঘটিকায় দোয়ার মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয়। বাসে যাওয়ার পথে রাস্তার দুই পাশে প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং শীতের কন কন হাওয়ায় এ যাত্রাকে আরও মধুর করে তুলে। বাস থেকে নেমে আমরা সকালের নাস্তা সেরে নেই। অত:পর বনভোজন স্পটে সবাই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরাফেরা করি। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ঐ সময় সোনারগাঁয়ে লোকজ শিল্পমেলা চলছিল। আমরা সবাই ঐ মেলা ঘুরে দেখি। নামায যোহর ও আসর আদায় করার পর দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, খাবারের পর লাজনা ও নাসেরাত বোনদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল কুইজ ও স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা। অত:পর বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন, মোহতারামা দিলরুবা বেগম মায়া, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ।

প্রথমবারের মত লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র এই বনভোজন হাসি, আনন্দ, বিভিন্ন খেলা প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের বোনদের সম্পর্ককে আরও মধুর ও সুদৃঢ় করেছে।

উম্মে কুলসুম চায়না

খুলনায় 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২১/০২/২০০৮ তারিখ বৃহস্পতিবার খুলনা মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকের উপর এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে মজলিসের ১৪ জন আনসার ১ জন লাজনা এবং ২ জন অ-আহমদী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পুস্তকের উপর আলোচনা করেন সর্বজনাব মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, মুহাম্মদ ওমর আলী, মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ, মোবাশ্বের মুরুব্বী, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, জেলা নাযেম এবং মুহাম্মদ শামসুর রহমান যয়ীমে আলা। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সেমিনারের সমাপ্তি টানা হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনার বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

গত ২১/০২/২০০৮ তারিখ বৃহস্পতিবার খুলনা মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এতে মজলিসের ১৪ জন আনসার যোগদান করেন। বনভোজনের জন্য রূপসা সেতু নির্দ্ধারণ করি। রূপসা সেতু প্রদর্শনসহ বনভোজনের যাবতীয় কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দর ও আনন্দের সাথে উদযাপিত হয়।

মুহাম্মদ শামসুর রহমান

দাঁত পরিস্কার রাখুন
শরীরের অর্ধেক রোগ থেকে বাঁচুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতারাম মুফতী মাওলনা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব গত ০৫/০২/০৮ মুরব্বী-মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে এক সভায় মিলিত হন। এতে তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা-বার্তা বলেন তার থেকে অংশ বিশেষ তুলে ধরছি।

তিনি বলেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাই প্রথমত প্রত্যেহ দাঁত পরিস্কার করতে হবে। প্রতিবার খাবার গ্রহণের পর দাঁত ব্রাশ বা মিসওয়াক করতে হবে। বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে মুখ হচ্ছে জীবনের দরজা। আমরা যা খাই তা থেকে মুখে লেগে থাকা কণাগুলোতে ৪০/৫০ সেকেন্ডের মধ্যেই ব্যাকটরিয়া আক্রমণ শুরু করে। তাই হযরত রসূল করীম (সা.) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করতেন। তিনি (সা.) যতবার বাহির থেকে ঘরে প্রবেশ করতেন মিসওয়াক করতেন। তিনি (সা.) বলেন, 'যদি এটা করা আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হত তাহলে এটা আমি তাদের জন্য ফরজ করতাম।' হাদীসে উল্লেখ রয়েছে **"যে মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিস্কার করে সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে"**। আমরা যদি প্রত্যেক খাবারের পর সাথে সাথে ব্রাশ করে নেই তাহলে শরীরের অর্ধেক রোগ কমে যাবে। হাদীসে আরো বর্নিত আছে, যেই নামায মেসওয়াক করে পড়া হয়, তাতে মেসওয়াক ছাড়া নামাযের চেয়ে অনেক বেশী সওয়াব"। দেখা যায় যাদের মেসওয়াক করার অভ্যাস নেই তাদের মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হয় আর এতে পেট খারাপ হয়ে থাকে।

মুখ দিয়ে দূর্গন্ধ বের হওয়া, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, দাঁতে পোকা লাগা, দাঁত নড়া, দাঁতের ব্যাথা, মাড়িতে ক্ষত, মাড়ি দিয়ে পুঁজ পড়া, পোকা ধরা, দাঁতে ঠান্ডা জল দিলে যন্ত্রণা করা ইত্যাদি লক্ষণে Merc sol (মার্কুরিয়াস সল) 1 M প্রত্যেহ সকালে ১ বার ক্রমাগত ১ মাস এবং প্রত্যেহ রাতে Kreosotum (ক্রিয়োজোট) ২০০, Calcarea flour (ক্যালকেরিয়া ফ্লোর) ২০০, Ferrum phos (ফেরাম ফস) ২০০, এই তিনটি ঔষধ এক সাথে মিশিয়ে খেতে হবে কম পক্ষে এক মাস। তবে কারও যদি মাড়ি দিয়ে বেশী আকারে রক্ত ঝড়ে তাহলে শুধু এই ঔষধ কাজ করবে না। সাময়িক আরাম হতে পারে।

আসলে আমরা যে খাবার খাই, খাবার শেষে দাঁত ভাল করে পরিস্কার করি না বলে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে। আর থেকে যাওয়া খাদ্যকণাগুলো ধীরে ধীরে হাড্ডির মত শক্ত হয়ে যায় এবং এক সময়ে তা শক্ত স্তরে রূপান্তরিত হয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সেই শক্ত স্তর শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রক্ত বন্ধ হবে না। এ থেকে রেহাই পেতে হলে প্রথমে এক নাগাড়ে ১৫ দিন উপরে বর্ণিত ঔষধ খেতে হবে, তারপরে স্কেলিং করতে হবে, স্কেলিং করার পর আরো ১৫ দিন এই ঔষধ খেতে হবে। যদি এই ঔষধ খাওয়া থাকে তাহলে এন্টিবায়োটিক বা অন্য কোন ঔষধ স্কেলিং করার পূর্বে আর খেতে হবে না।

দূর্গন্ধ অনেক সময় পা থেকে, মোজা থেকে এবং জুতা থেকেও বের হয়। আর এসব দূর্গন্ধ বের হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথম হল গোসল বা অজু করার পর বা কোন কারণে পা ভেজা থাকা অবস্থায় মোজা পড়া ও জুতা পড়ার ফলেই মূলত দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পা না শুকায় ততক্ষণ জুতা বা মোজা পড়া যাবে না। পায়ের মোজা ২৪ ঘন্টার বেশী পায়ে রাখা যাবে না। প্রত্যহ মোজা ধুতে হবে। পা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর আর একটি কারণ হলো তার দেহে কোন না কোন অসুখ রয়েছে যার ফলে তার শরীর থেকে দূর্গন্ধযুক্ত ঘাম বের হয় আর পা থেকে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। এর জন্য Psorinum (সোরিনাম) 1 M প্রত্যেহ সকালে একবার খেতে হবে এক মাস ক্রমাগত। আর রাতে Sulphar (সালফার) ২০০, Staphisagria (ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া) ২০০, Rhus Glabra (রস্ গ্ল্যাবরা) ২০০ একত্রিত করে ১ মাস প্রত্যেহ রাতে এক বার করে খেতে হবে।

সংগ্রহে : মাহমুদ আহমদ সুমন

"বার্ড ফ্লু-এর প্রতিষেধক"

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পঞ্চম খলীফা সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) বার্ড ফ্লু রোগের কবল থেকে বিশ্ব মানবের জীবন রক্ষার জন্য প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছেন ঃ

PSORINUM (সরিনাম) - 1M.

ব্যবহার বিধি ঃ

৬/৭টি দানা সপ্তাহে ১ (এক)বার সেব্য। এরূপে মোট ৪ (চার) সপ্তাহ খেতে হবে।

যুগ খলীফার আশিসপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র থেকে উপকৃত হোন।

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ–(Hipertension) ১ - মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানমন্ডি

রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানমন্ডি

খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট–এ–কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৭৫৩৯

প্রকাশানার
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

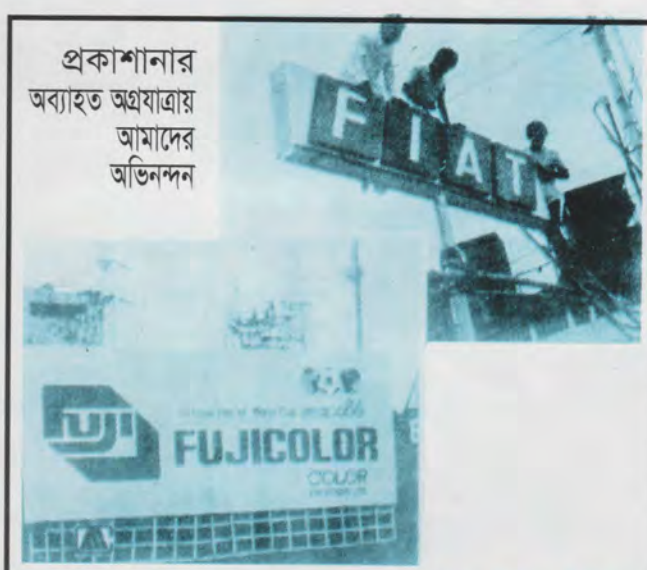

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
আর-রাফি এন্ড কোং
120/32, Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 8350262, 9331306

New Vol. No. 70 16th Issue

Fortnightly

The AHMADI

29 February, 2008 Tk. 10.00

রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

৬৪তম সালানা জলসা ২০০৮, তারুয়া

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: amgb@bol-online.com